# ভারতবর্ষীয় ন্যায়দর্শন

## কি কারণ

অক্ষপাদ-দর্শন নামে অভিহিত হইয়াছে,
ইহা প্রদর্শন, অত্র প্রবন্ধের
প্রধান উদ্দেশ্য।

কলিকাতা, বাগ্‌বাজার ২০ নং কালীপ্রসাদ
চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট নিবাসী
শ্রীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ;
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে,
মেঃ ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

# শুদ্ধিপত্র।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৭ | ২০ | বিষয়-ঘটিত | ত্রিষয়-ঘটিত |
| ২৪ | ১৫ | এতদুয়ের | এতদুভয়ের |
| ৫০ | ২ | সা সকল | স সকল |
| ৫০ | ৮ | অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত স স প্র অব-য়বীতে পরিণত করা হইল। | অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত স স প্র অব-য়বীকে ১ম অবয়বের অন্তর্গত স স প্র অব-য়বীতে পরিণত করা হইল। |
| ৫২ | ২৩ | বিদ্ধান্ | বিদ্বান্ |
| ৬৯ | ১ | হইতছে | হইতেছে |
| ৬৯ | ৭ | প্রথন | প্রথম |

# ভারতবর্ষীয় ন্যায়-দর্শন।

ন্যায়দর্শন নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। সাধারণ মত এই যে, উক্ত গ্রন্থখানি মহর্ষিগোতমপ্রণীত; ঐ গ্রন্থখানি রচিত হইবার পূর্ব্বে অপর সংস্কৃত ন্যায়-গ্রন্থ ছিল না; ঐ গ্রন্থ-খানি ভিন্ন এক্ষণে যে সকল সংস্কৃত ন্যায়-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহারা উক্ত গ্রন্থের পরে রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা উক্ত গ্রন্থের অনুযায়িক; এবং উক্ত গ্রন্থখানি এবং এই সকল নব্য সংস্কৃত ন্যায়-গ্রন্থ গুলি অধ্যয়ন করিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায়-শাস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, উক্ত ন্যায়-দর্শন গ্রন্থখানি মহর্ষি-গোতম-প্রণীত নহে; গোতমকৃত গ্রন্থখানি বিনষ্ট হইয়াছে; গোতম-প্রণীত গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে অপর ন্যায়-গ্রন্থ ছিল; ঐ সকল গ্রন্থ ও বিনষ্ট হইয়াছে; এবং উক্ত ন্যায়-দর্শন গ্রন্থখানি এবং নব্য ন্যায়-গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে, ন্যায়-শাস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে না। উক্ত সাধারণ মত খণ্ডন পূর্ব্বক আমাদিগের মত সংস্থাপনের জন্য এবং গোতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন প্রণালী কি ছিল, তাহা স্থির করিবার জন্য, প্রচলিত ন্যায়-গ্রন্থ এবং অপর সংস্কৃত গ্রন্থে, প্রচুর প্রমাণ এবং উপায় আছে। কিন্তু যাঁহাদিগের ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে, এই সকল প্রমাণের বলাবল এবং এই সকল উপায়, কতদূর ফলদায়ক, তাহা স্থির করা অসম্ভব। যে সকল বঙ্গবাসী ইংরাজি ন্যায়-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহা-

দিগের ভিন্ন অন্য বঙ্গবাসীদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায়-শাস্ত্রের জ্ঞান নাই; কারণ, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়-গ্রন্থ রচিত হয় নাই; এবং যে সকল সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা অধ্যয়ন করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায়-দর্শনের জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই নিমিত্ত আমাদিগের মত প্রকাশ করণার্থ, শিক্ষা এবং সমালোচন এই উভয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই প্রবন্ধ রচিত হইতেছে।

১। "যেহেতু সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ,
যেহেতু সকল কাক হয় পক্ষী,
অতএব সকল কাক হয় অণ্ডজ।"

উল্লিখিত বাক্যটী কি, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে কিম্বা অপর সংস্কৃত ন্যায়-গ্রন্থে কিম্বা বাঙ্গালা ভাষায় একটীও পারিভাষিক শব্দ নাই। বোধ হয়, সংস্কৃত নৈয়ায়িক মহাশয়েরা উক্ত বাক্যকে অসম্পূর্ণ ন্যায়বাক্য বলিবেন; যেহেতু, ইহাতে উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন আছে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং দৃষ্টান্ত নাই। বোধ হয়, যাঁহারা সংস্কৃত ন্যায়-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা ইহাকে 'তর্ক' বলিবেন। যাঁহারা ইংরাজি ন্যায়-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, উক্ত বাক্যটী Categorical syllogism কিম্বা Syllogistic argument. কিন্তু যদি কোন সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে Syllogismএর পরিবর্ত্তে, ন্যায়-বাক্য কিম্বা তর্ক শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, ইহা অগ্রে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

মনে কর নিম্নপ্রকার কয়েকটী বাক্য আছে; যথা,

২। "যেহেতু সকল মনুষ্য হয় প্রাণী,
অতএব কতক প্রাণী হয় মনুষ্য।"

৩। "এই ব্যক্তি হয় ধূর্ত্ত কিম্বা উন্মাদ,
এই ব্যক্তি হয় ধূর্ত্ত,
অতএব এই ব্যক্তি নহে উন্মাদ।"

৪। "কতক গুলি দৃষ্ট পক্ষী হয় অণ্ডজ,
যে সকল পক্ষী দেখা গেল, তাহারা সকলই অণ্ডজ,
অতএব সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ।"

যে সকল ইংরাজি শব্দ দ্বারা এই সকল আকৃতিক বাক্যকে প্রকাশ করা যাইতে পারে, সেই সকল ইংরাজি শব্দের পরিবর্ত্তে, সংস্কৃত কিম্বা বাঙ্গালা ভাষায় উপযুক্ত শব্দ আছে কি না, তাহাও স্থির করা কর্ত্তব্য।

এই সকল আকৃতিক বাক্য প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত ন্যায়-দর্শন গ্রন্থে বা অপর সংস্কৃত ন্যায়-গ্রন্থে কোন পারিভাষিক শব্দ নাই; কিন্তু ন্যায়দর্শন বা যে কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের জন্য উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ নিতান্ত আবশ্যক; তদ্ভিন্ন ঐ সকল শাস্ত্রের কার্য্য নিষ্পন্ন করা অসম্ভব। যে সকল ন্যায়গ্রন্থে এই সকল সামান্য বাক্য প্রকাশ করণার্থ পারিভাষিক শব্দ নাই, সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, ন্যায়দর্শনের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা কি? সংস্কৃত ভাষায় উন্নত ন্যায়-শাস্ত্র ছিল, এবং উহার প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ সকল ছিল; ঐ সকল শব্দ এক্ষণে আছে, কিন্তু অপব্যবহার জন্য উহাদিগের অর্থান্তর হইয়াছে; সুতরাং, এই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা স্থির করিয়া, পুনরায় উহাদিগকে ন্যায়দর্শনের পারিভাষিক

শব্দ না করিলে, সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাপ্রদানোপযোগী ন্যায়-গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব।

পূর্ব্বে যে চারিটী বাক্য প্রদত্ত হইল, তাহাদের একটী সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে; এই নাম 'তর্ক'। তর্ক শব্দের প্রতি-, পাদ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, 'আগমিক তর্ক' এবং 'নৈগমিক তর্ক'। "কতকগুলি দৃষ্ট পক্ষী হয় অণ্ডজ" ইত্যাদি উল্লিখিত চতুর্থ বাক্যটী, আগমিক তর্কের দৃষ্টান্ত; অপর তিনটী বাক্য, নৈগমিক তর্কের দৃষ্টান্ত; কিন্তু শেষোক্ত তিনটী বাক্যের আকৃতি, তুল্য নহে। নৈগমিক তর্ককে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, 'সাক্ষাৎ তর্ক' এবং 'মাধ্য তর্ক'। "যেহেতু সকল মনুষ্য হয় প্রাণী" ইত্যাদি উল্লিখিত ২য় বাক্যটী, সাক্ষাৎ নৈগমিক তর্কের দৃষ্টান্ত। নৈগমিক মাধ্যতর্ক দ্বিবিধ হইতে পারে; যথা, 'অনবস্থাধীন' এবং 'অবস্থাধীন'। "সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ" ইত্যাদি উল্লিখিত ১ম বাক্যটী, অনবস্থাধীন মাধ্যতর্কের দৃষ্টান্ত। "এই ব্যক্তি হয় ধূর্ত্ত কিম্বা উন্মাদ" ইত্যাদি উল্লিখিত ৩য় বাক্যটী, অবস্থাধীন মাধ্যতর্কের দৃষ্টান্ত। এই প্রবন্ধের নিমিত্ত প্রথমতঃ উক্ত কয়েকটী শব্দ পারিভাষিক করা হইল, এবং তর্ক শব্দের নিম্ন লক্ষণ করা হইল; যথা, 'যদি এক কিম্বা একাধিক যুক্তি হইতে অপর যুক্তি নিষ্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে, এই সকল যুক্তি বিশিষ্ট বাক্যের নাম তর্ক'। উক্ত ন্যায়-দর্শন-গ্রন্থে তর্ক শব্দের লক্ষণ আছে; কিন্তু সেই লক্ষণ অসঙ্গত বোধ হওয়ায়, উহা গ্রহণ না করিয়া, তর্ক শব্দের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ স্থির করা হইল। উক্ত ন্যায়দর্শনগ্রন্থপ্রদত্ত লক্ষণ কি কারণে অগ্রাহ্য হইল, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে।

$$১০+৫=১৫,$$
$$৩\times৫=১৫,$$
$$১০+৫=৩\times৫।$$

উল্লিখিত গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বাক্যে, তিনটী যুক্তি রহিয়াছে। ১ম যুক্তি ১০+৫=১৫; ২য় যুক্তি ৩×৫=১৫; ৩য় যুক্তি ১০+৫=৩×৫। দেখা যাইতেছে যে, প্রথম দুইটী যুক্তি হইতে তৃতীয় যুক্তিটী নিষ্পন্ন হইতেছে; সুতরাং তর্ক শব্দের উক্ত লক্ষণানুসারে, এই বাক্যটী একটী তর্ক হইতেছে; সেই জন্য নিম্ন লিখিত বাক্যগুলিও তর্কের দৃষ্টান্ত; যথা,—

"সকল খুনি হয় ফাঁসির যোগ্য,
হরি হয় খুনি,
অতএব হরি হয় ফাঁসির যোগ্য।"

"সকল পাপ হয় দুঃখের কারণ,
অকৃতজ্ঞতা হয় পাপ,
অতএব অকৃতজ্ঞতা হয় দুঃখের কারণ।"

"গাত্রোষ্ণতা, ত্বকের স্বেদবিহীনতা, শিরঃপীড়া, চক্ষুজ্বালা, উষ্ণনিশ্বাস, কোষ্ঠবদ্ধতা, আরক্তবর্ণ প্রস্রাব, আলস্য প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি হয় পিত্তজ্বরাক্রান্ত,
হরি হয় গাত্রোষ্ণতা লক্ষণাক্রান্ত,
অতএব হরি হয় পিত্তজ্বরাক্রান্ত।"

বোধ হয়, সকল ব্যক্তিই উল্লিখিত মর্ম্মের বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তর্কের লক্ষণানুসারে, ইহারা সকলেই তর্ক। কারণ, প্রত্যেক বাক্যে, দুইটী যুক্তি হইতে অপর একটী যুক্তি নিষ্পন্ন করা হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তর্ক

নানাবিধ বিষয়ঘটিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের আকৃতি এক। ন্যায়দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় তর্ক। দেখা যায় যে, কোন কোন অবস্থায় তর্ক ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত, যে সকল অবস্থায় তর্ক ভ্রমশূন্য বা ভ্রমাত্মক হয়, তাহা অনুসন্ধান করতঃ, যে উপায় দ্বারা তর্ক ভ্রমাত্মক না হয়, এবং কোন তর্ক ভ্রমাত্মক কি না নিরূপিত হয়, তাহা স্থির করা, ন্যায়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে স্থির করিতে হইবে যে, ন্যায়দর্শন অর্থাৎ যাহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় তর্ক, তাহা কোন্ শ্রেণীর শাস্ত্র; অর্থাৎ অর্থ-শাস্ত্র কিম্বা অধ্যাত্মশাস্ত্র। উক্ত ন্যায় দর্শন গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, ন্যায়দর্শন অধ্যাত্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গাঙ্গেশোপাধ্যায় ন্যায় সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম চিন্তামণি। চিন্তা মানসিক ক্রিয়া বটে, কিন্তু চিন্তা শব্দ দ্বারা সকল মান-সিক ক্রিয়া বুঝায় না; সুতরাং ন্যায়দর্শন যে অধ্যাত্মশাস্ত্র, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইতেছে না; সকল মানসিক ব্যাপার অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সমুদয় মানসিক ব্যাপার নহে; কেবল চিন্তা নামক মানসিক ক্রিয়া, ন্যায়দর্শনের বিষয়; এবং অপর মানসিক ব্যাপারগুলি চিন্তার বিষয় করা যাইতে পারে। চিন্তা এবং চিন্তার বিষয় এক নহে; কারণ, কল্পিত বিষয় লইয়া চিন্তা করা যাইতে পারে; সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে, ন্যায়-দর্শনকে অধ্যাত্মশাস্ত্র বলা যাইতে পারে না; ইহাকে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় অধ্যাত্মশাস্ত্রের একটী শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিন্তার উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে,

ন্যায়দর্শনকে অর্থ-শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে; সুতরাং বোধ হয় যে, গাঙ্গেশোপাধ্যায় এই নিমিত্ত ন্যায়দর্শনকে অধ্যাত্ম কিম্বা অর্থশাস্ত্র না বলিয়া, ইহাকে চিন্তাশাস্ত্র বলিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, যে গাঙ্গেশোপাধ্যায়ের মত গ্রহণ করায়, কোন দোষ হইতে পারে না; কারণ, এই মত গ্রহণ করিলে, বাহ্য এবং অন্তর উভয় বিষয়কেই ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় করা যাইতে পারে।

যে মনোবৃত্তির প্রভাবে, আগমিক ও নৈগমিক তর্কের হেতু হইতে ফল নিষ্পন্ন করা যায়, তাহাকে চিন্তা বলে। চিন্তা বাক্যবিহীন হইতে পারে; কারণ, জন্মবধির এবং মূক চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু চিন্তার ফল বাক্য ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যায় না। বাক্যই চিন্তার প্রতিনিধি, এবং বাক্যই বাহ্যান্তর বস্তুর নাম; সুতরাং, বাক্য ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে একটী প্রধান বিষয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তর্ক নানাপ্রকার বিষয় ঘটিত হইলেও, উহাদের আকৃতি একই প্রকার। তর্কের আকৃতি, অর্থবোধক শব্দ ভিন্ন কেবল চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। যে সকল শাস্ত্র, চিহ্ন দ্বারা নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে অবচ্ছিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত তর্কের আকৃতি, যে কোন বিষয়-ঘটিত তর্কে পরিণত করা যাইতে পারে; সুতরাং, তর্কের আকৃতির সিদ্ধাসিদ্ধতা স্থির করিবার জন্য, চিহ্ন ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক। যে সকল চিহ্ন দ্বারা কোন তর্ক প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে 'মূর্ত্তি' বলা যায়। যথা, "সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ" ইত্যাদি তর্কে পক্ষী, অণ্ডজ

এবং কাক এই তিনটী শব্দের পরিবর্ত্তে, যদি ক, খ, গ বা অপর কোন চিহ্ন ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ক, খ, গ চিহ্নগুলি উক্ত তর্কের মূর্ত্তি হইবে। এই তর্কটীতে কেবল তিনটী মূর্ত্তি আছে; এই নিমিত্ত এই আকৃতিক তর্ককে ত্রিমূর্ত্তি বলে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে দেখা যায়, যে গোতমের একটী পর্য্যায় গৌতম এবং গৌতমের একটী পর্য্যায় ত্রিমূর্ত্তি। এই ত্রিমূর্ত্তি শব্দের অর্থ এক প্রকার তর্ক, এই সংজ্ঞা করা হইল।

যখন সকল মনুষ্যই ত্রিমূর্ত্তি তর্ক ব্যবহার করিয়া থাকেন, তখন ইহা স্বভাবসিদ্ধ। যাহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহার ব্যবহারের স্থল, অবশ্যই স্বভাবে থাকিবে এবং ঐ ব্যবহার অবশ্যই মনুষ্যের হিতকর ও প্রয়োজনীয় হইবে; কারণ, দেখা যায় যে, যে সকল ইন্দ্রিয় মনুষ্যের আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য জন্য বিষয়ও আছে; অতএব বাহ্যান্তর বিষয়ের সত্যতার সহিত ন্যায়দর্শনের সম্বন্ধ আছে। সতরঞ্চ ক্রীড়া সম্বন্ধীয় কল্পিত বিধির সদৃশ, ন্যায়দর্শনের সংস্থাপিত বিধি সকল, মিথ্যা কল্পিত বিধি নহে। ত্রিমূর্ত্তি এবং আগমিক তর্কের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে আগমিক তর্কের একটী যুক্তি ত্রিমূর্ত্তির একটী যুক্তি হইয়া থাকে; এবং আগমিক তর্ক আগম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; সুতরাং, নিগমের জ্ঞানের জন্য আগমের জ্ঞান আবশ্যক; অতএব নিগম এবং আগম উভয় শাস্ত্রই ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত। উক্ত আগমিক তর্কের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয় ভিন্ন আগমের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না; অতএব নিগম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, ইহার জ্ঞান বিষয়ে ব্যবহার হইবে।

আগম শব্দের ধাত্বর্থ, অল্প হইতে বহু বা সাধারণে গতি। আগমিক তর্কের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে, অতি অল্প যুক্তি হইতে সাধারণ যুক্তি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে; এই সাধারণ যুক্তিকে 'সিদ্ধান্ত' বলে; এবং যে সকল যুক্তি হইতে এই সাধারণ যুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত বলে। যে সকল দৃষ্টান্ত হইতে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল দৃষ্টান্ত অতিশয় অল্প; কিন্তু সকল দৃষ্টান্ত ঐ আগমে খাটে কি না তাহা না দেখিলে, আগমের বলাবল স্থির করা যায় না। আগমের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত নিগমের আবশ্যক; সুতরাং, আগম ও নিগম এই উভয় শাস্ত্রই পরস্পরসাপেক্ষ্য; ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা যায় না।

কোন একটী ত্রিমূর্ত্তি দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে, উহার প্রথম দুইটী যুক্তিতে যে জ্ঞান নাই, সেই জ্ঞান শেষ যুক্তিতে থাকে না। প্রথম দুই যুক্তিতে যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞান কেবল আগম কিম্বা দর্শন হইতে প্রাপ্ত। দর্শনও আগম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; সুতরাং, নৈগমিক তর্ক দ্বারা কোন নূতন জ্ঞান পাওয়া যায় না।

ত্রিমূর্ত্তি তর্কের শেষ যুক্তিটীর নাম 'নিগমন'। নিগমনও নিগম শব্দ, নি পূর্ব্বক গম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নি উপসর্গের অর্থ নিম্ন এবং গম ধাতুর অর্থ গতি; অতএব নিগমন শব্দের অর্থ বহু হইতে অল্পে গতি; এবং যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নিগমন, তাহাকে নিগমশাস্ত্র বলে। ত্রিমূর্ত্তির প্রথম দুইটী যুক্তিকে 'হেতু' বলা যায়; কারণ, যে যুক্তি হইতে অপর কোন যুক্তি নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে হেতু বলে। হেতু যুক্তিদ্বয় বস্তুতঃ সত্য

হইলে, নিগমন যুক্তি যে সত্য হইবে, ইহা নিশ্চয় নহে ; যথা,—

"যেহেতু কতক চতুষ্পাদ হয় শৃঙ্গী,
যেহেতু সকল অশ্ব হয় চতুষ্পাদ,
অতএব সকল অশ্ব হয় শৃঙ্গী।"

এই তর্কের হেতু যুক্তিদ্বয় যে বস্তুতঃ সত্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না ; কিন্তু এই যুক্তিদ্বয় হইতে, যে নিগমন যুক্তিটী নিষ্পন্ন করা হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অসত্য হইতেছে।

উল্লিখিত ত্রিমূর্ত্তির সহিত,—

"যেহেতু কতক চতুষ্পাদ হয় শৃঙ্গী,
যেহেতু সকল গরু হয় চতুষ্পাদ,
অতএব সকল গরু হয় শৃঙ্গী।"

এই ত্রিমূর্ত্তি তুলনা করিলে দেখা যায়, যে ইহাদের আকৃতি একই ; এবং উভয় ত্রিমূর্ত্তির হেতু যুক্তিগুলি বস্তুতঃ সত্য ; অথচ প্রথম ত্রিমূর্ত্তির নিগমন যুক্তি বস্তুতঃ অসত্য এবং দ্বিতীয় ত্রিমূর্ত্তির নিগমন যুক্তি বস্তুতঃ সত্য হইতেছে ; অতএব স্থির হইতেছে যে, কেবল হেতু যুক্তির বস্তুতঃ সত্যাসত্যতার উপর নিগমন যুক্তির সত্যাসত্যতা নির্ভর করে না ; অতএব তর্কের সিদ্ধাসিদ্ধতা তর্কের আকৃতির উপরও নির্ভর করিতেছে ; কিন্তু হেতু যুক্তির সত্যাসত্যতা স্থির করা, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের অধিকার ; উহা ন্যায়দর্শনের অধিকার নহে ; অতএব তর্কের আকৃতির সিদ্ধাসিদ্ধতা স্থির করা, ন্যায়দর্শনের অধিকার হইতেছে।

সিদ্ধাসিদ্ধ তর্কের আকৃতি নিরূপণ করণার্থ, আকৃতির অন্তর্গত অংশগুলির পারিভাষিক নাম দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক যুক্তিতে দুইটী শব্দ বা মূর্ত্তি থাকে; ইহাদিগকে 'পাদ' বলে। যুক্তির প্রথম পাদটীকে 'দেশ' এবং শেষ পাদটীকে 'রূপ' বলে। কোন পাদের সম্বন্ধে যে পাদটী আরোপ করা যায়, তাহাকে রূপ বলে; এবং যে পাদের সম্বন্ধে ঐ রূপ আরোপিত হয়, তাহাকে দেশ বলে। দেশের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি অপেক্ষা রূপের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি অল্প হইতে পারে না; অধিক কিম্বা সমান হইবে।

পাদ, দেশ এবং রূপ এই তিনটী শব্দ, উক্ত ন্যায়-দর্শন কিম্বা অন্য কোন নব্য ন্যায়-গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অমর-কোষ অভিধানে ন্যায় শব্দের পর্য্যায়ে, দেশ এবং রূপ এই দুইটী শব্দ পাওয়া যায়; এবং উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থের বার্ত্তিককার বিশ্বনাথ, তাঁহার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে, অক্ষপাদ গোতমের একটী নাম; পাদ শব্দ উক্ত অক্ষপাদ শব্দের একটী অংশ হইতেছে। পাদ এই অংশটী আমরা উক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিলাম; ত্রিমূর্ত্তিতে যে তিনটী পাদ থাকে, তাহাদিগকে উদাহৃত, মধ্য এবং উপনীত পাদ বলে। উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে উদাহরণ এবং উপনয় এই দুইটী শব্দ আছে; এবং ইহারা ত্রিমূর্ত্তি তর্কের হেতু দ্বয়ের নাম। এই দুইটী শব্দ হইতে উদাহৃত এবং উপনীত এই দুইটী পারিভাষিক শব্দ কল্পিত হইল। উদাহৃত শব্দ নব্য ন্যায়-গ্রন্থে এবং শব্দ-কল্পদ্রুম অভিধানে আছে। বাঙ্গালা অভিধান মতে উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত পর্য্যায় শব্দ হইয়াছে। উদাহৃত শব্দ, উৎ পূর্ব্বক

আ পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং, ইহার ধাত্বর্থ, বহুকে একত্রিত করিয়া যাহা হইয়াছে। উপনীত শব্দ, উপ পূর্ব্বক নী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উপ উপসর্গের একটী অর্থ নিম্ন কিম্বা সমীপ। উপনীত শব্দের ধাত্বর্থ, যাহা অধীন হয়। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান মতে মধ্য শব্দের একটী অর্থ ন্যায়; এই অর্থটী সম্পূর্ণ সঙ্গত; কেন তাহা পশ্চাৎ বিদিত হইবে। যে পাদের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে উদাহৃত পাদ বলে; যে পাদের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তাহাকে উপনীত পাদ বলে; এবং যে পাদের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি উদাহৃত পাদের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তির অপেক্ষা অল্প এবং উপনীত পাদের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি অপেক্ষা অধিক, তাহাকে মধ্যপাদ বলে। যে হেতুতে উদাহৃত পাদ থাকে, তাহাকে উদাহরণ, এবং যে হেতুতে উপনীত পাদ থাকে, তাহাকে উপনয় বলে; এই প্রকার সংজ্ঞা করা হইল। মধ্যপাদ উভয় হেতুতে থাকে; নিগমনে কেবল উদাহৃত এবং উপনীত পাদ থাকে।

যুক্তি শব্দের নানা অর্থ হইয়াছে; যথা, ন্যায়, মিলন, রীতি, পরামর্শ, সিদ্ধান্ত, কর্ত্তব্য, বিচার ইত্যাদি; সুতরাং, এই প্রবন্ধের নিমিত্ত যুক্তি শব্দকে পারিভাষিক শব্দ করা আবশ্যক। দেশ ও রূপের সংযোগককে যুক্তি বলে, এই সংজ্ঞা দেওয়া গেল। কোন বাক্য যুক্তি কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে; যথা, স্বর্ণ ধাতু, এই দুইটী শব্দের যোগকে ইচ্ছা করিলে যুক্তি বলা যাইতে পারে; এবং ইচ্ছা করিলে ইহা যুক্তি নহে, তাহাও বলা যাইতে পারে; কারণ, ধাতু শব্দকে বিশেষ্য এবং স্বর্ণকে বিশেষণ

পদ বিবেচনা করিলে, ইহা একটী যুক্তি নহে; কিন্তু স্বর্ণ হয় ধাতু, কেবল এই অর্থে গ্রহণ করিলে, উহা যুক্তি হয়; অতএব যুক্তিতে যে দুইটী পাদ থাকে, সেই পাদের মধ্যে এরূপ কোন চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত, যদ্দ্বারা উক্ত দুই পাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রকাশিত হয়; এই চিহ্নকে 'যোক্তা' বলে। অভিধানে দেখা যায়, যে যোক্তা শব্দের অর্থ যোগকারক। 'স্বর্ণ হয় ধাতু' এই যুক্তির অন্তর্গত 'হয়' শব্দটী 'যোক্তা', 'স্বর্ণ' এই শব্দটী দেশ ও 'ধাতু' এই শব্দটী রূপ। 'হয়' এই শব্দটী সদ্ভাবযোক্তা। যুক্তি অসদ্ভাব হইতে পারে; যথা, 'মনুষ্য নহে অণ্ডজ'; সুতরাং, যোক্তা অসদ্ভাবপ্রকাশক হইতে পারে। 'নহে' এই শব্দটী অসদ্ভাবযোক্তা এবং 'হয়' এই শব্দটী সদ্ভাবযোক্তা, স্থির করা হইল।

আগম এবং নিগম উভয় শব্দ একাধিক অর্থবোধক হইয়াছে; যথা, তন্ত্রশাস্ত্রকে 'আগম' কিম্বা 'নিগম' বলে; ব্যূহ হইতে নির্গত হওয়াকে 'নিগমন' বলে। শাস্ত্রমাত্রকেই 'আগম' বলে; কেহ বা সিদ্ধান্তকে 'আগম' বলে; এই নিমিত্ত আগমিক তর্কের ফলের নাম 'আগমন' এবং আগমিক তর্ক, যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, তাহার নাম আগম, স্থির করা হইল।

চিন্তা দ্বারা নিগমের কার্য্য নিষ্পন্ন করা যায়; কিন্তু কেবল চিন্তা দ্বারা আগমের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না; আগমের জন্য বিশেষ মনোবৃত্তির প্রয়োজন; এই বিশেষ মনোবৃত্তির নাম 'কল্প'। অমর-কোষ মতে কল্প শব্দ, ন্যায়শব্দের একটী পর্য্যায়-শব্দ। কল্প শব্দের নানা অর্থ হইয়াছে; যথা, বেদাঙ্গগ্রন্থ বিশেষ,

ব্রহ্মার দিবাভাগ, প্রলয়, বিধান, বেদবিধিবিশেষ, অভিপ্রায়, সদৃশ ইত্যাদি। কল্প ও কল্পনা একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কল্পনা একটী মানসিক ক্রিয়ার ফল। যে মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কল্পনা হয়, সেই মানসিক ক্রিয়া বা মনোবৃত্তির নাম 'কল্প'। কল্প মনোবৃত্তি সকলের থাকে না; ইহা অতি বিরল; কেবল এই মনোবৃত্তিপ্রভাবে মনুষ্য, স্বভাবের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া থাকেন। অতএব কল্প, আবিষ্কারিণী বুদ্ধি।

তর্ক, কোন্ কোন্ মানসিক ক্রিয়ার ফল, তাহা একটী তর্কের অন্তর্গত শব্দ গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্থির করা যাইতে পারে; যথা,

'সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ,
কাক হয় পক্ষী,
অতএব কাক হয় অণ্ডজ।'

এই দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে, যে পক্ষিজ্ঞানটী একটী সামান্য জ্ঞান। এই সামান্য জ্ঞানটী অনুমিতিজ্ঞান। অনুমিতি শব্দ, অনু পূর্ব্বক মা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অনু উপসর্গের অর্থ, সাদৃশ্য, মা ধাতুর একটী অর্থ জ্ঞান। অতএব অনুমিতি শব্দের অর্থ, সাদৃশ্য হইয়াছে যে জ্ঞানের মূল। সাদৃশ্য শব্দ দ্বারা একাধিক বস্তুর উপলব্ধি হয়। কেবল একটী বস্তুর জ্ঞানকে 'প্রমিতিজ্ঞান' বলে। প্রমিতিজ্ঞান ইন্দ্রিয় সহকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে মনকে, ইন্দ্রিয় শব্দের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। হেতু যুক্তির দেশ ও রূপ, প্রমিতি এবং অনুমিতি উভয় জ্ঞান প্রকাশক শব্দ হইতে পারে। হেতুর যুক্তি বিচারের ফল এবং নিগমন যুক্তি, চিন্তার ফল।

অনুমিতিজ্ঞান ভিন্ন ন্যায়দর্শনের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ন্যায় শব্দ, নী পূর্ব্বক ই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নী উপসর্গের একটী অর্থ, নিকট এবং ই ধাতুর অর্থ গতি। অতএব ন্যায় শব্দের অর্থ, নিকট গতি অর্থাৎ সাদৃশ্য। অতএব সাদৃশ্য বা অনুমিতিজ্ঞান যে শাস্ত্রের মূল, তাহার নাম ন্যায়শাস্ত্র। এই নিমিত্ত ন্যায়শাস্ত্রকে অনুমিতি কিম্বা আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র কহে। আন্বীক্ষিকী শব্দ, অনু পূর্ব্বক ঈক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অনু উপসর্গের একটী অর্থ, সাদৃশ্য এবং ঈক্ষ ধাতুর অর্থ, দর্শন। অতএব আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ, সাদৃশ্য দর্শন সম্বন্ধীয় বিদ্যা। অনুমিতি এবং আন্বীক্ষিকী এই উভয় শব্দের ধাত্বর্থ একই। এই শব্দ দ্বয়ের প্রকৃত অর্থের লোপ হইয়াছে। কারণ নব্য নৈয়ায়িকেরা নিগমনকে অনুমান বলিয়া থাকেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্র-অধ্যাপক পণ্ডিত জয় নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয়-প্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বাঙ্গালা অনুবাদে, আন্বীক্ষিকী শব্দের নিম্নলিখিত ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে ; যথা,—

"অনু ( শ্রবণাদনু ) + ঈক্ষা ( মননম্ ) = অন্বীক্ষা, তন্নির্ব্বাহিকা আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের শ্রবণানন্তর তাহার অনুমানরূপ মনের নির্ব্বাহক শাস্ত্র।"

"সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ" ইত্যাদি তর্কটী, চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত করিলে, নিম্নপ্রকার আকৃতিতে পরিণত হইবে ; যথা,—

"সকল ক হয় খ,  
সকল গ হয় ক,  
অতএব সকল গ হয় খ।"

এই ত্রিমূর্ত্তির প্রথম দুইটী যুক্তির নাম হেতু; প্রথম হেতুর নাম উদাহরণ, দ্বিতীয় হেতুর নাম উপনয় এবং তৃতীয় যুক্তির নাম নিগমন।

ক এই পাদটী মধ্যপাদ, খ এই পাদটী উদাহৃত পাদ এবং গ এই পাদটী উপনীত পাদ।

যুক্তি চারি প্রকার হইতে পারে; যথা,—

সর্ব্বতন্ত্র সদ্ভাবযুক্তি,
সর্ব্বতন্ত্র অসদ্ভাবযুক্তি,
প্রতিতন্ত্র সদ্ভাবযুক্তি,
প্রতিতন্ত্র অসদ্ভাবযুক্তি।

সর্ব্বতন্ত্র যুক্তির অর্থ, যে যুক্তির দেশের প্রতিপাদ্য সকল বস্তু-সম্বন্ধে রূপ আরোপিত হয়।

প্রতিতন্ত্র যুক্তির অর্থ, যে যুক্তির দেশের প্রতিপাদ্য-বস্তুর কেবল কিয়দংশ সম্বন্ধে রূপ আরোপিত হয়।

সদ্ভাব যুক্তির অর্থ, যে যুক্তির দেশের সম্বন্ধে অস্তিত্বভাবে রূপ আরোপিত হয়।

অসদ্ভাব যুক্তির অর্থ, যে যুক্তির দেশের সম্বন্ধে নাস্তিত্ব ভাবে রূপ আরোপিত হয়।

নিম্নে, উক্ত চারি প্রকার যুক্তির চারিটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল; যথা,—

'সকল ক হয় খ' ইহা একটী সর্ব্বতন্ত্র-সদ্ভাব যুক্তি।

'কোনই ক নহে খ' ইহা একটী সর্ব্বতন্ত্র-অসদ্ভাব যুক্তি।

'কতক ক হয় খ' ইহা একটী প্রতিতন্ত্রসদ্ভাব যুক্তি।

'কতক ক নহে ক' ইহা একটী প্রতিতন্ত্রঅসদ্ভাব যুক্তি।

এই চারি প্রকার যুক্তির পরিবর্ত্তে চারিটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে ; যথা,—

সর্ব্বতন্ত্রসদ্ভাব যুক্তির পরিবর্ত্তে স চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে।

সর্ব্বতন্ত্রঅসদ্ভাব যুক্তির পরিবর্ত্তে সা চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে।

প্রতিতন্ত্রসদ্ভাব যুক্তির পরিবর্ত্তে প্র চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে।

প্রতিতন্ত্রঅসদ্ভাব যুক্তির পরিবর্ত্তে প্রা চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে।

মনে কর "কতক ক হয় খ"

এবং "সকল গ হয় ক"

এই দুইটী হেতু দেওয়া আছে। এই হেতুদ্বয় হইতে কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে কি না, দেখা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে স্থির হইবে, যে এই হেতুদ্বয় হইতে কোন প্রকার নিগমন নিষ্পন্ন করা যায় না ; কারণ যে কোন নিগমন নিষ্পন্ন করা যাইবে, তাহা স, সা, প্র, প্রা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার হইতে পারে না। উক্ত হেতু দ্বয় হইতে সর্ব্বতন্ত্র কিম্বা প্রতিতন্ত্র সদ্ভাব যুক্তি নির্গমন করা যাইতে পারে না ; কারণ "কতক ক হয় খ" এই যুক্তি দ্বারা কেবল ক এর কিয়দংশ সম্বন্ধে খ এর কিয়দংশ আরোপ করা হইতেছে। সমুদয় গ, ক হইলে ও ক এর যে অংশ সম্বন্ধে খ আরোপ করা হইয়াছে, গ সেই অংশের অন্তর্গত না হইতে পারে ; কারণ ক এর অপর একটী অংশ রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে খ আরোপ করা হয় নাই। সুতরাং সমুদয় গ কিম্বা গ এর কোন অংশ সম্বন্ধে খ আরোপ করা যাইতে পারে না। উক্ত হেতু দ্বয় হইতে সা বা প্রা নিগমন করা যাইতে

পারে না। কারণ সম্ভাবহেতু হইতে অসম্ভাবনিগমন অসম্ভব। অতএব উক্ত দুইটী হেতু হইতে কোন প্রকার নিগমন করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বপ্রদত্ত "সকল ক হয় খ" ইত্যাদি এবং "কতক ক হয় খ" ইত্যাদি তুলনা করিলে এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায়, যে পূর্ব্ব তর্কটীর উদাহরণের দেশের প্রতিপাদ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে রূপ আরোপ করা হইয়াছে; কিন্তু শেষ তর্কটীর উদাহরণের দেশের প্রতিপাদ্য বস্তুর কেবল কিয়দংশ সম্বন্ধে রূপ আরোপ করা হইয়াছে; কেবল এই নিমিত্ত পূর্ব্ব তর্কের হেতু দ্বয় হইতে নিগমন নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে; এবং শেষ তর্কের হেতু দ্বয় হইতে কোন প্রকার নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। উক্ত উভয় তর্কের উদাহরণের দেশটী মধ্যপাদ। কোন পাদের সম্পূর্ণ ব্যবহারকে ঐ পাদের 'অক্ষ' বলে। অক্ষ শব্দ অক্ষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অক্ষ্ ধাতুর অর্থ, ব্যাপন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যবহার। অতএব দেখা যাইতেছে, যে পূর্ব্ব তর্কটীর অন্তর্গত মধ্যপাদের একবার অক্ষ হইয়াছে; এবং শেষ তর্কটীর অন্তর্গত মধ্যপাদের একবারও অক্ষ হয় নাই। সুতরাং স্থির হইতেছে যে, যে তর্কের মধ্যপাদের একবার ও অক্ষ না হয়, সেই তর্কটী অসিদ্ধ; সুতরাং আরও স্থির হইতেছে, যে অক্ষপাদের জ্ঞান ভিন্ন তর্কের সিদ্ধাসিদ্ধতা নিরূপণ করা যায় না।

যে চারি প্রকার যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তর্গত কোন্ পাদের অক্ষ হয় এবং কোন্ পাদের অক্ষ হয় না, তাহা জানা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতন্ত্রসম্ভাব যুক্তির দেশের অক্ষ হয়, রূপের অক্ষ হয় না। "সকল মনুষ্য হয় জরায়ুজ" ইহা একটী সর্ব্বতন্ত্র-সম্ভাব যুক্তি; এই যুক্তির মনুষ্য শব্দের অক্ষ হয়; কারণ সকল

মনুষ্যকেই জরায়ুজ বলা হইল; এমন মনুষ্য নাই যাহাকে জরায়ুজ বলা হইল না; সুতরাং মনুষ্য এই পাদের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইল; এই যুক্তিতে 'জরায়ুজ' এই পাদের অক্ষ হয় নাই; কারণ মনুষ্য ভিন্ন অনেক জরায়ুজ আছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থির হইতেছে, যে সর্ব্বতন্ত্রসম্ভাব যুক্তির দেশের অক্ষ হয়, রূপের অক্ষ হয় না।

সর্ব্বতন্ত্রঅসম্ভাব যুক্তির দেশ ও রূপ উভয়েরই অক্ষ হয়। 'কোনই মনুষ্য নহে অণ্ডজ' ইহা একটী সর্ব্বতন্ত্রঅসম্ভাব যুক্তি। এই যুক্তির মনুষ্য পাদের অক্ষ হয়; কারণ 'মনুষ্য' এই পাদের প্রতিপাদ্য সমুদয় ব্যক্তিকে 'অণ্ডজ' এই পাদের প্রতিপাদ্য সমুদয় বস্তু হইতে বহিষ্কৃত করা হইতেছে, এবং 'অণ্ডজ' এই পাদের ও সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে; কারণ এই পাদের প্রতিপাদ্য সমুদয় বস্তু হইতে 'মনুষ্য' এই পাদের প্রতিপাদ্য সমুদয় বস্তুকে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থির হইতেছে, যে সর্ব্বতন্ত্র-অসম্ভাব যুক্তির দেশ ও রূপ উভয়েরই অক্ষ হয়।

প্রতিতন্ত্রসম্ভাব যুক্তির দেশ ও রূপ কাহারও অক্ষ হয় না। "কতক আম্র হয় মিষ্ট" ইহা একটী প্রতিতন্ত্রসম্ভাব যুক্তি; এই যুক্তির 'আম্র' এই পাদের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না; কারণ ইহার প্রতিপাদ্য বস্তুর কিয়দংশ সম্বন্ধে মিষ্টতা আরোপ করা হইতেছে; এবং 'মিষ্ট' এই পাদের ও সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না; কারণ আম্র ভিন্ন অনেক মিষ্ট দ্রব্য আছে। অতএব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থির হইতেছে, যে প্রতিতন্ত্রসম্ভাব যুক্তির দেশ ও রূপ কাহারও অক্ষ হয় না।

প্রতিতন্ত্রঅসম্ভাব যুক্তির দেশের অক্ষ হয় না, রূপের অক্ষ হইয়া থাকে। "কতক আম্র নহে মিষ্ট" ইহা একটী প্রতিতন্ত্র

অসদ্ভাব যুক্তি; এই যুক্তির আম্র এই পাদের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। কারণ আম্র এই পাদের কিয়দংশ সম্বন্ধে বলা হইতেছে, যে ইহা মিষ্ট নহে; অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই; এই যুক্তির 'মিষ্ট' এই পাদের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইয়াছে; কারণ এই পাদের প্রতিপাদ্য সমুদয় বস্তু হইতে কতক আম্রকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। উক্ত যুক্তি হইতে 'কতক আম্র হয় মিষ্ট' এরূপ যুক্তি নিষ্পন্ন করা যায় না। অতএব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, প্রতিতন্ত্র অসদ্ভাব যুক্তির দেশের অক্ষ হয় না, রূপের অক্ষ হয়।

এই চারি প্রকার যুক্তির অন্তর্গত দেশ ও রূপের অক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা দৃষ্টির বিষয় করা যাইতে পারে। বোধ কর সকল মনুষ্যকে একটী বৃত্ত মধ্যে স্থাপিত করা হইল; যথা,—

মনুষ্য

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রূপের প্রতিপাদ্য বস্তুর সংখ্যা, দেশের প্রতিপাদ্য বস্তুর সংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইতে পারে না। যদি মনুষ্য এই পাদকে দেশ করিয়া, জরায়ুজ এই পাদকে উহার রূপ করা যায়, তাহা হইলে জরায়ুজজ্ঞাপক বৃত্ত, মনুষ্যজ্ঞাপক বৃত্ত অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বোধ কর

জরায়ুজ

এই বৃত্তটীর মধ্যে সকল জরায়ুজ স্থাপিত করা হইল। সুতরাং 'সকল মনুষ্য হয় জরায়ুজ' এই যুক্তিটী, বৃত্ত দ্বারা প্রকাশ করিলে,

জরায়ুজ বৃত্তের মধ্যে, মনুষ্য বৃত্তটী সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভূ‌ত হইবে; যথা,—

জরায়ুজ
মনুষ্য

অতএব দেখা যাইতেছে, যে জরায়ুজ বৃত্তের বহির্দ্দেশে মনুষ্য বৃত্তের কোন অংশই পড়িতে পাবে না; জরায়ুজ বৃত্তটী, যেন মনুষ্য বৃত্তকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদন কিম্বা ব্যাপন করিয়া রাখিল।

'কোনই মনুষ্য নহে অণ্ডজ' এই যুক্তিটী নিম্নপ্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে; যথা,—
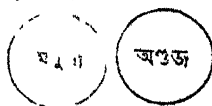
উক্ত বৃত্তদ্বয় পরস্পরের বাহিরে পড়িবে; একটীর কোন অংশ অপরটীর কোন অংশের মধ্যে পড়িবে না।

যদি বলা যায় যে, 'কতক আম্র হয় মিষ্ট' তাহা হইলে মিষ্টের বৃত্তের মধ্যে, আম্রের বৃত্তের কতক অংশ অবশ্যই থাকিবে; যথা,—

'কতক আম্র নহে মিষ্ট' এই যুক্তিটী নিম্নপ্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে; যথা,—

মিষ্ট
আম্র
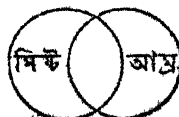
দুইটী বৃত্তের উক্ত চারি প্রকার সংস্থাপন দ্বারায়, উক্ত চারি প্রকার যুক্তির মধ্যে, কোন্ যুক্তির কোন্ পাদের অক্ষ হয়, তাহা দেখা যাইতেছে; যথা,

বৃত্তদ্বয়ের প্রথম প্রকার সংস্থাপন দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে সর্ব্বতন্ত্রসদ্ভাব যুক্তির কেবল দেশের অক্ষ হইতেছে, কারণ দেশের বৃত্ত, রূপের বৃত্তের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু রূপের বৃত্তের অনেক অংশ রহিল, যাহা দেশের বৃত্তের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় নাই। সুতরাং রূপের বৃত্তটী কিয়ৎ পরিমাণে অনাচ্ছাদিত বা অব্যবহৃত রহিল; সুতরাং রূপের অক্ষ হইল না।

বৃত্তদ্বয়ের ২য় প্রকার সংস্থাপন দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে এই দুইটী বৃত্ত সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের বাহিরে রহিল; সুতরাং পরস্পরের সম্বন্ধে উহাদিগের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইল। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে সর্ব্বতন্ত্রঅসদ্ভাব যুক্তির দেশ ও রূপ উভয়েরই অক্ষ হয়।

বৃত্তদ্বয়ের ৩য় প্রকার সংস্থাপন দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে রূপের ও দেশের বৃত্তের কিয়দংশ মাত্র পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতেছে। সুতরাং এই উভয় বৃত্তের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইল না। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রতিতন্ত্রসদ্ভাব যুক্তির দেশ ও রূপ উভয়েরই অক্ষ হয় না।

বৃত্তদ্বয়ের ৪র্থ প্রকার সংস্থাপন দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে দেশের কতক অংশ রূপের বৃত্তের মধ্যে নাই। সুতরাং দেশের যে অংশ রূপের বৃত্তের মধ্যে নাই, সেই অংশকে, রূপের বৃত্ত সম্পূর্ণ রূপে স্বীয় বৃত্ত হইতে বহিষ্কৃত করিতেছে। সুতরাং এই

যুক্তিতে দেশের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইল না, কিন্তু রূপের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইল।

সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থে ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এই দুইটী শব্দের ব্যবহার আছে। যে বস্তু অপর বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপন করে, সেই বস্তুকে অপর বস্তুর ব্যাপক কহে এবং যে বস্তু ব্যাপিত হয় তাহাকে অপর বস্তুর ব্যাপ্য বলে। সর্ব্বতন্ত্রসম্ভাব যুক্তি, যে দুইটী বৃত্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বৃত্তদ্বয়ের সংস্থাপনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, যে রূপের বৃত্তটী দেশের বৃত্তকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন বা ব্যাপন করিয়াছে, কিম্বা দেশের বৃত্তটী সম্পূর্ণরূপে রূপের বৃত্তের অন্তর্গত হইয়াছে। অতএব এস্থলে রূপ, দেশের ব্যাপক হইল এবং দেশ, রূপের ব্যাপ্য হইল। এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বলে। 'সকল মনুষ্য হয় জরায়ুজ' এই যুক্তির জরায়ুজ, ব্যাপক এবং মনুষ্য, ব্যাপ্য। জাতিকরণ হইতে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জাতিকরণ কি, তাহা পশ্চাৎ বিদিত হইবে।

ব্যাপ্তিসম্বন্ধমূলক মাধ্যতর্কের মর্ম্ম গ্রহণ করা অতি সহজ। একটী বাক্সের মধ্যে কৌটা রাখিয়া ঐ বাক্সটী সিন্দুকের মধ্যে রাখিলে, কৌটাটী যে সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়, ইহা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয়, সেইরূপ ব্যাপ্তিসম্বন্ধমূলক মাধ্যতর্কের মর্ম্ম গ্রহণ করাও সহজ। যে মানসিক ক্রিয়ার প্রভাবে, সকল মনুষ্য এইরূপ তর্কের সত্যতা স্বীকার করেন, তাহা এতাধিক সাধারণ, যে ভারতবর্ষীয় নৈয়ায়িকেরা ইহাকে উচিত বলেন। ইহার প্রমাণান্তরের আবশ্যক করে না এবং ইহার প্রমাণান্তর দেওয়া যায় না; ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয়।

ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবিদেরা বিপর্য্যয় এবং বিকল্প রহিত নিষ্ঠা জ্ঞানকে, উচিতজ্ঞান বা ঔচিত্য বলেন। উচিত শব্দ, বচ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ, সকল মনুষ্য যাহা বলিয়া থাকে, যাহা স্বতঃসিদ্ধ; অর্থাৎ যাহার প্রমাণান্তর নাই।

'রাম হয় রাম' এই রূপ বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই প্রকার জ্ঞানকে নিষ্ঠা জ্ঞান বলে। নিষ্ঠা শব্দ, নি পূর্ব্বক স্থা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং নিষ্ঠা শব্দের অর্থ, নিশ্চয় স্থিতি, অর্থাৎ নিশ্চল, ভাবান্তররহিত ইত্যাদি। সুতরাং নিষ্ঠা শব্দের দ্বারা একতা, অভেদ, অদ্বৈত ইত্যাদি জ্ঞান হয়। বিপর্য্যয় শব্দের অর্থ বিপরীত জ্ঞান; যেমন, শৈত্য এবং উষ্ণত্ব; অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব। কোন বস্তু এককালীন এই দুই প্রকার ভাবাপন্ন হইতে পারে না।

কোন বস্তু, হয় আছে কিম্বা নাই। কোন বস্তুর এতদুয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা থাকিতে পারে না। এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞানকে বিকল্পরহিত বা নির্ব্বিকল্পজ্ঞান কহে। বৈধ জ্ঞানও উচিত জ্ঞানের অন্তর্গত। হেতু ভিন্ন নিগমন নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য নহে, এই রূপ জ্ঞানকে বৈধ জ্ঞান কহে; এই নিমিত্ত ইহার বিপরীত আচরণকে অহেতুক বলা যায়।

প্রত্যেক ত্রিমূর্ত্তির তর্ক নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়মাধীন।

১। প্রত্যেক ত্রিমূর্ত্তি তর্কে কেবল তিনটী মাত্র পাদ থাকে; যথা, উদাহৃত পাদ, উপনীত পাদ এবং মধ্যপাদ। উদাহৃত এবং উপনীত পাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য উহাদের প্রত্যেকের মধ্যপাদের সহিত তুলনা করিতে হয়।

এই নিমিত্ত শব্দকল্পদ্রুম অভিধান মতে, মধ্য শব্দের অর্থ, ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

২। প্রত্যেক ত্রিমূর্ত্তি তর্কে, কেবল তিনটী মাত্র যুক্তি থাকে; যথা, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। উদাহরণ এবং উপনয় এই দুইটী যুক্তিতে মধ্যপাদের সহিত, অপর দুইটী পাদের তুলনা করা হইয়া থাকে; এবং হেতুদ্বয় হইতে উদাহৃত এবং উপনীত পাদের যে সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হয়, তাহা নিগমনে প্রকাশিত হয়।

৩। প্রত্যেক ত্রিমূর্ত্তি তর্কে, মধ্যপাদের ন্যূনকল্পে একবার অক্ষ হইবে। এই নিয়মটীর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৪। যদি কোন ত্রিমূর্ত্তি তর্কের হেতুতে কোন পাদের অক্ষ না হয়, তাহা হইলে, সেই তর্কের নিগমনে উক্ত পাদের অক্ষ হইতে পারে না; যথা,—

"সকল হিন্দু হয় ধার্ম্মিক,
মুসলমানেরা নহে হিন্দু,
অতএব মুসলমানেরা নহে ধার্ম্মিক।"

এরূপ তর্ক অসিদ্ধ। কারণ, এই তর্কের উদাহরণ, সর্ব্বতন্ত্র-সদ্ভাবযুক্তি। সুতরাং ইহার রূপ, 'ধার্ম্মিক', এই পাদের অক্ষ হয় নাই। কিন্তু এই তর্কের নিগমন সর্ব্বতন্ত্রঅসদ্ভাব যুক্তি; সুতরাং ইহার রূপ, 'ধার্ম্মিক', এই পাদের অক্ষ হইতেছে। এই তর্কের হেতুতে যাহা বলা হয় নাই, নিগমনে তাহা বলা হইতেছে। অতএব নিগমনটী অহেতুক হইতেছে। এই দৃষ্টান্ত হইতে স্থির হইতেছে যে, যে তর্কের হেতুতে উদাহৃত পাদের অক্ষ না হয়, সেই তর্কের নিগমনে উক্ত পাদের অক্ষ

হইতে পারে না। কোন তর্কের হেতুতে উদাহৃত পাদের অঙ্ক না হইলে, যদি নিগমনে উক্ত পাদের অঙ্ক করা যায়, তাহা হইলে, এই প্রকার অঙ্ককে উদাহৃত পাদের অবৈধ অঙ্ক বলা যায়।

"ব্রাহ্মণেরা নহে ধর্ম্মদ্বেষী,
কতক হিন্দু হয় ব্রাহ্মণ,
অতএব হিন্দুরা নহে ধর্ম্মদ্বেষী।"

এই তর্কটীও অসিদ্ধ। কারণ এই তর্কের উপনয়, প্রতিতত্র সম্ভাব যুক্তি; সুতরাং ইহার দেশ, 'হিন্দু', এই পাদের অঙ্ক হয় নাই। কিন্তু এই তর্কের নিগমন, সর্ব্বতত্রঅসম্ভাব যুক্তি; সুতরাং ইহার দেশ, 'হিন্দু', এই পাদের অঙ্ক হইতেছে; কিন্তু উপনয়ে এই পাদের অঙ্ক হয় নাই; সুতরাং এই তর্কের হেতুতে যাহা বলা হয় নাই, নিগমনে তাহা বলা হইতেছে; অতএব নিগমনটী অহেতুক হইতেছে। এই দৃষ্টান্ত হইতে স্থির হইতেছে যে, যে তর্কের হেতুতে উপনীত পাদের অঙ্ক না হয়, সেই তর্কের নিগমনে উক্ত পাদের অঙ্ক হইতে পারে না। কোন তর্কের হেতুতে উপনীত পাদের অঙ্ক না হইলে, যদি নিগমনে উক্ত পাদের অঙ্ক করা যায়, তাহা হইলে এইপ্রকার অঙ্ককে উপনীত পাদের অবৈধ অঙ্ক বলা যায়।

৫। দুইটী হেতু অসদ্ভাবযুক্তি হইলে, তাহা হইতে কোন নিগমন নিষ্পন্ন হয় না। "মৎস্য নহে ভূচর" এবং "মৎস্য নহে জরায়ুজ", এই দুইটী হেতু হইতে, কোন প্রকার নিগমন করা যায় না। যেহেতু, "ভূচর নহে জরায়ুজ", এরূপ নিগমন অসত্য; কারণ মনুষ্য, গো প্রভৃতি ভূচরেরা জরায়ুজ।

অতএব এই দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে, দুইটী অসম্ভাব হেতু হইতে কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। পশ্চাৎ বিদিত হইবে, যে ন্যায়দর্শনের মূল, সাদৃশ্য; অসাদৃশ্য নহে। অসম্ভাবযুক্তি অসাদৃশ্য হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং, কেবল অসম্ভাবযুক্তি অবলম্বন করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রে কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

৬। হেতুদ্বয়ের মধ্যে একটী অসম্ভাবযুক্তি হইলে, নিগমন অসম্ভাব যুক্তি হইবে; যথা,—

"কোন মনুষ্য নহে চতুষ্পদ,
ভৈরব হয় মনুষ্য,
অতএব ভৈরব নহে চতুষ্পদ।"

এই তর্কের হেতু হইতে, "ভৈরব হয় চতুষ্পদ", এইরূপ সম্ভাব যুক্তি নিগমন করা যাইতে পারে না। সেইরূপ,

"সকল মনুষ্য হয় দ্বিপদ,
গরু নহে দ্বিপদ,
অতএব গরু নহে মনুষ্য।"

এই তর্কের দুইটী হেতু হইতে, "গরু হয় মনুষ্য", এইরূপ সম্ভাব যুক্তি নিগমন করা যাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে হেতুদ্বয়ের মধ্যে কোন হেতু অসম্ভাবযুক্তি হইলে, নিগমনও অসম্ভাবযুক্তি হইবে। সুতরাং অসম্ভাবযুক্তিবিশিষ্ট নিগমন সংস্থাপন করিতে হইলে, হেতুদ্বয়ের মধ্যে কোন একটী, অসম্ভাবযুক্তিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৭। দুইটী প্রাতিভব্যযুক্তিবিশিষ্ট হেতু হইতে কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কারণ কেবল প্রথম, প্রথমা,

প্রাপ্র এবং প্রাপ্রা, এই কয়েক প্রকার প্রতিতন্ত্রযুক্তিবিশিষ্ট হেতু হইতে পারে। দেখা যাইতেছে, প্রপ্র এই দুই হেতু হইতে, কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কারণ প্রপ্র যুক্তির কোন পাদেরই অক্ষ হয় না; কিন্তু ৩য় নিয়ম অনুসারে, মধ্যপাদের ন্যূনকল্পে একবার অক্ষ হওয়া আবশ্যক। প্রপ্রা হেতু হইতে, কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না; কারণ ৬ষ্ঠ নিয়মানুসারে নিগমন অসদ্ভাবযুক্তি হইবে; কারণ একটী হেতু অসদ্ভাবযুক্তি। সুতরাং উদাহৃত পাদের অক্ষ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা অসম্ভব; তাহা হইলে উদাহৃত পাদের অবৈধ অক্ষ হইবে, কারণ হেতুতে উদাহৃত পাদের অক্ষ হয় নাই। প্রাপ্র এই দুইটী হেতু হইতে, কোন নিগমন করা যায় না। কারণ এই দুইটী যুক্তিতে, কেবল উদাহরণের রূপ, এই একটী মাত্র পাদের অক্ষ হইয়াছে। কিন্তু ৬ষ্ঠ নিয়মানুসারে নিগমন অসদ্ভাবযুক্তি হইবে; সুতরাং উদাহৃত পাদের অক্ষ হওয়া আবশ্যক। অতএব হেতুতে মধ্যপাদ এবং উদাহৃত পাদ, এই দুইটী পাদের অক্ষ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু হেতুতে কেবল একটী পাদের অক্ষ হইয়াছে। অতএব প্রাপ্র এই দুইটী হেতু হইতে, কোন নিগমন নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, ৩য়, কিম্বা ৪র্থ নিয়ম অতিক্রম করিতে হয়, সুতরাং এই দুইটী হেতু হইতে কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। প্রাপ্রা হেতু হইতে, কোন নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না; কারণ ৫ম নিয়মানুসারে, দুইটী অসদ্ভাব হেতু হইতে কোন নিগমন করা যায় না।

৮। হেতুদ্বয়ের মধ্যে একটী প্রতিতন্ত্রযুক্তি হইলে, নিগমন,

প্রতিতন্ত্রযুক্তি হইবে। যদি হেতুদ্বয়ের মধ্যে একটী প্রতিতন্ত্র যুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্যটী সর্ব্বতন্ত্রযুক্তি হইবে; কারণ দুইটী প্রতিতন্ত্রযুক্তি হইতে কোন নিগমন করা যায় না।

অতএব হেতুদ্বয় প্রাস বা সপ্র, প্রসা বা সাপ্র, প্রাস বা সপ্রা, প্রাসা বা সাপ্রা হইবে।

৮। প্রস বা সপ্র হেতুদ্বয়ের নিগমন প্রতিতন্ত্র যুক্তি হইবে। কারণ এই দুইটী হেতুতে কেবল একটী পাদের অঙ্ক হইতেছে এবং ৩য় নিয়মানুসারে এই পাদটী মধ্যপাদ হইবে। যদি নিগমন সর্ব্বতন্ত্র যুক্তি হয়, তাহা হইলে, নিগমনে একটী পাদের অঙ্ক হইবে, যাহার হেতুতে অঙ্ক হয় নাই; সুতরাং ৪র্থ নিয়ম অতিক্রম করা হইবে। অতএব এই দুই হেতু হইতে প্রতিতন্ত্রযুক্তিবিশিষ্ট নিগমন নিষ্পন্ন হইবে।

৯। প্রসা বা সাপ্র হেতু হইতে, প্রতিতন্ত্রযুক্তিবিশিষ্ট নিগমন নিষ্পন্ন হইবে। কারণ হেতুতে কেবল দুইটী পাদের অঙ্ক হইতেছে; ইহাদিগের মধ্যে একটী মধ্যপাদ হইবে; সুতরাং কেবল অবশিষ্ট একটী পাদের নিগমনে অঙ্ক হইতে পারে। কিন্তু নিগমন, অবশ্যই অসদ্ভাবযুক্তি হইবে; কারণ একটী হেতু অসদ্ভাবযুক্তি। নিগমন যদি সর্ব্বতন্ত্রযুক্তি হয়, তাহা হইলে, ইহার শেষ ও আদ্য উভয়েরই অঙ্ক হইবে; সুতরাং নিগমনে একটী পাদের অঙ্ক হইবে, যাহার হেতুতে অঙ্ক হয় নাই; সুতরাং ৪র্থ নিয়ম অতিক্রম করা হইবে। অতএব এই দুই হেতু হইতে, প্রতিতন্ত্রযুক্তিবিশিষ্ট নিগমন হইবে।

৮ প্রাস বা সপ্রা এই দুই হেতু হইতে, প্রতিতন্ত্রযুক্তিবিশিষ্ট নিগমন হইবে; কারণ হেতুতে কেবল দুইটী পাদের অঙ্ক

৩৩। প্র স স ৩৭। প্র সা স ৪১। প্র প্র স ৪৫। প্র প্রা স

৩৪। প্র স সা ৩৮। প্র সা সা. ৪২। প্র প্র সা ৪৬। প্র প্রা সা

৩৫। প্র স প্র ৩৯। প্র সা প্র ৪৩। প্র প্র প্র ৪৭। প্র প্রা প্র

৩৬। প্র স প্রা ৪০। প্র সা প্রা ৪৪। প্র প্র প্রা ৪৮। প্র প্রা প্রা

৪৯। প্রা স স ৫৩। প্রা সা স ৫৭। প্রা প্র স ৬১। প্রা প্রা স

৫০। প্রা স সা ৫৪। প্রা সা সা ৫৮। প্রা প্র সা ৬২। প্রা প্রা সা

৫১। প্রা স প্র ৫৫। প্রা সা প্র ৫৯। প্রা প্র প্র ৬৩। প্রা প্রা প্র

৫২। প্রা স প্রা ৫৬। প্রা সা প্রা ৬০। প্রা প্র প্রা ৬৪। প্রা প্রা প্রা

( উল্লিখিত ত্রিমূর্ত্তিগুলির প্রথম চিহ্নটী উদাহরণ, ২য় চিহ্নটী উপনয় এবং ৩য় চিহ্নটী নিগমন। )

এক্ষণে স্থির করিতে হইবে, যে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ৬৪টী আকৃতিক ত্রিমূর্ত্তির, কোন্ গুলি সিদ্ধ এবং কোন্ গুলি, ( পূর্ব্বপ্রদত্ত ত্রিমূর্ত্তি তর্কের নিয়ম অতিক্রম করা প্রযুক্ত ), অসিদ্ধ হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে উক্ত ২ অঙ্কিত আকৃতি স স সা, ৬ষ্ঠ নিয়ম অতিক্রম করিতেছে। কারণ নিগমন অসদ্ভাবযুক্তি হইলে, একটী হেতু অসদ্ভাবযুক্তি হওয়া কর্ত্তব্য। সেইরূপ উক্ত ৪র্থ অঙ্কিত আকৃতি, ৬ষ্ঠ নিয়ম অতিক্রম করিতেছে; উক্ত ৮ম অঙ্কিত আকৃতি, ৬ষ্ঠ নিয়ম অতিক্রম করিতেছে। কারণ একটী হেতু অসদ্ভাবযুক্তি হইলে, নিগমন অসদ্ভাবযুক্তি হইবে। ৭ম অঙ্কিত আকৃতিও উক্ত ৬ষ্ঠ নিয়ম অতিক্রম করিতেছে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক আকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, যে কেবল নিম্ন প্রদর্শিত ১১টী আকৃতি, কোন নিয়ম অতিক্রম করে না বলিয়া, উহারা সিদ্ধ; যথা,—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| স | স | স | সা | স | সা |
| স | স | প্র | সা | স | প্রা |
| স | সা | সা | সা | প্র | প্রা |
| স | সা | প্রা | প্র | স | প্র |
| স | প্র | প্র | প্রা | স | প্রা |
| | স | প্রা | প্রা | | |

অবশিষ্ট ৫৩টী তর্ক অসিদ্ধ হইতেছে। এই ৫৩টী তর্কের মধ্যে

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬টী | তর্ক | ৫ম | নিয়ম অতিক্রম করিতেছে। |
| ১২টী | „ | ৭ম | „ „ „ |
| ১৬টী | „ | ৬ষ্ঠ | „ „ „ |
| ৮টী | „ | ৮ম | „ „ „ |
| ১টী | „ | ৪র্থ | „ „ „ |

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে নিগমনে মধ্যপাদ থাকে না, কেবল উদাহৃত ও উপনীত পাদ থাকে। উপনীত পাদ, নিগমনের দেশ ও উদাহৃত পাদ, রূপ হইবে। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে দেশের ব্যাপ্তি অপেক্ষা রূপের ব্যাপ্তি অল্প হইতে পারে না, এবং উদাহৃত পাদের ব্যাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যদিও উদাহৃত পাদ অবশ্যই নিগমনে রূপ হইবে, কিন্তু হেতুতে উহা দেশ ও রূপ উভয়ই হইতে পারে। সেইরূপ উপনীত পাদ, যদিও নিগমনে অবশ্যই দেশ হইবে, কিন্তু হেতুতে উহা দেশ ও রূপ উভয়ই হইতে পারে। এই নিমিত্ত পাদগুলিকে, হেতুতে চারি প্রকারে স্থাপনা করা যাইতে পারে। যদি ক, খ, গ এই তিনটী অক্ষর ক্রমান্বয়ে উদাহৃত পাদ, মধ্যপাদ, এবং উপনীত পাদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে, পাদের ব্যবস্থাপন

অনুসারে, নিম্ন প্রদর্শিত ৪টী আকৃতি রচনা করা যাইতে পারে ; যথা,—

| | ১ম আকৃতি | ২য় আকৃতি | ৩য় আকৃতি | ৪র্থ আকৃতি |
|---|---|---|---|---|
| উদাহরণ | খ ক | ক খ | খ ক | ক খ |
| উপনয় | গ খ | গ খ | খ গ | খ গ |
| নিগমন | গ ক | গ ক | গ ক | গ ক |

দেখা যাইতেছে, যে ১ম আকৃতিতে মধ্যপাদ, উদাহরণের দেশ ও উপনয়ের রূপ হইতেছে ; ২য় আকৃতিতে মধ্যপাদ, উদাহরণ ও উপনয়ের রূপ হইতেছে ; ৩য় আকৃতিতে মধ্যপাদ, উদাহরণ ও উপনয়ের দেশ হইতেছে ; এবং ৪র্থ আকৃতিতে মধ্যপাদ, উদাহরণের রূপ এবং উপনয়ের দেশ হইতেছে। উক্ত ৪টী আকৃতিতে মধ্যপাদের স্থান কোথায়, তাহা নিম্ন চিত্র দর্শনে, সহজে মনে রাখা যাইতে পারে ; যথা,—
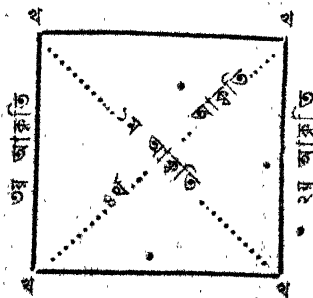
এবং মধ্যপাদের স্থান স্থির থাকিলে, উক্ত ৪টী আকৃতি সহজেই মনে রাখা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যুক্তি সংযোগে উৎপন্ন, যে ১১টী সিদ্ধ আকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রত্যেককে পূর্ব্ব প্রদর্শিত পাদের

ব্যবস্থাপনানুসারে উৎপন্ন ৪ প্রকার আকৃতিতে পরিণত করিলে, ৪৪ প্রকার আকৃতি উৎপন্ন হয়। দেখিতে হইবে, যে এই ৪৪টী আকৃতি সিদ্ধ কি না।

স স স এই যুক্তিসংযোগোৎপন্ন সিদ্ধ আকৃতিকে, যদি পাদের ব্যবস্থাপনানুসারে উৎপন্ন উক্ত ৪টী আকৃতিতে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে উহার নিম্নলিখিত ৪টী আকৃতি হইবে; যথা,—

| ১ম | ২য় | ৩য় |
|---|---|---|
| সকল খ হয় ক, | সকল ক হয় খ, | সকল খ হয় ক, |
| সকল গ হয় খ, | সকল গ হয় খ, | সকল খ হয় গ, |
| ∴ সকল গ হয় ক। | ∴ সকল গ হয় ক। | ∴ সকল গ হয় ক। |

৪র্থ

সকল ক হয় খ,

সকল খ হয় গ,

∴ সকল গ হয় ক।

উক্ত ৪টী আকৃতির মধ্যে, ১মটী কোন নিয়ম অতিক্রম করিতেছে না; অতএব ইহা সিদ্ধ। ২য় আকৃতির মধ্যপাদের একবার ও অক্ষ হয় নাই; অতএব ৩য় নিয়মানুসারে ইহা অসিদ্ধ। ৩য় আকৃতির উপনীত পাদের নিগমনে অক্ষ হইয়াছে; কিন্তু হেতুতে হয় নাই; অতএব ইহা ৪র্থ নিয়মানুসারে অসিদ্ধ। ৪র্থ আকৃতির উপনীত পাদের নিগমনে অক্ষ হইয়াছে; কিন্তু হেতুতে হয় নাই; অতএব ইহা ৪র্থ নিয়মানুসারে অসিদ্ধ।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে স স স এই ত্রিমূর্ত্তির, পাদের

ব্যবস্থাপনানুসারে যে চারিটী আকৃতি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার মধ্যে কেবল ১টী মাত্র সিদ্ধ এবং অপর ৩টী অসিদ্ধ।

পূর্ব্বে যুক্তি সংযোগে উৎপন্ন, যে ৬৪টী আকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পাদের ব্যবস্থাপনানুসারে উৎপন্ন ৪ প্রকার আকৃতি হইতে, পৃথক্ করিবার জন্য, পূর্ব্বোৎপন্ন আকৃতি-গুলিকে মূর্ত্তি, পাদের ব্যবস্থাপনানুসারে উৎপন্ন ৪টী আকৃতিকে অবয়ব এবং উক্ত ৪টী অবয়বে পরিণত মূর্ত্তিগুলিকে অবয়বী বলে। অবয়বী দ্বিবিধ; সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ। সিদ্ধ অবয়বী কয়টী হইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। স স স এই মূর্ত্তিবিশিষ্ট সাধ্যতর্ককে, পূর্ব্বোক্ত ৪টী অবয়বে পরিণত করিয়া পরীক্ষা করিলে, দেখা যায়, যে স স স এই মূর্ত্তিটী কেবল ১ম অবয়বে সিদ্ধ এবং অবশিষ্ট ৩টী অবয়বে অসিদ্ধ হয়। এইরূপে, পূর্ব্বোল্লিখিত ১১টী সিদ্ধমূর্ত্তির প্রত্যেককে উক্ত ৪টী অবয়বে পরিণত করিয়া পরীক্ষা করিলে, উক্ত ১১টি মূর্ত্তি কোন্ অবয়বে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল; যথা,—

| অবয়বী | ১ম অবয়ব | ২য় অবয়ব | ৩য় অবয়ব | ৪র্থ অবয়ব |
|---|---|---|---|---|
| স স স | সিদ্ধ | অসিদ্ধ | অসিদ্ধ | অসিদ্ধ |
| স স প্র | সিদ্ধ | ,, | সিদ্ধ | সিদ্ধ |
| স সা সা | অসিদ্ধ | সিদ্ধ | অসিদ্ধ | ,, |
| স সা প্রা | অসিদ্ধ | ,, | ,, | ,, |
| স প্র প্র | সিদ্ধ | অসিদ্ধ | সিদ্ধ | অসিদ্ধ |
| স প্রা প্রা | অসিদ্ধ | সিদ্ধ | অসিদ্ধ | ,, |
| সা স সা | সিদ্ধ | ,, | ,, | ,, |
| সা স প্রা | সিদ্ধ | ,, | সিদ্ধ | সিদ্ধ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সা প্র প্রা | সিদ্ধ | সিদ্ধ | সিদ্ধ | সিদ্ধ |
| প্র স প্র | অসিদ্ধ | অসিদ্ধ | ,, | ,, |
| প্রা স প্রা | অসিদ্ধ | ,, | ,, | অসিদ্ধ |

অতএব দেখা যাইতেছে, যে নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি সিদ্ধ হইতেছে ; যথা,—

| ১ম অবয়ব | ২য় অবয়ব | ৩য় অবয়ব | ৪র্থ অবয়ব |
|---|---|---|---|
| স স স | সা স সা | স স প্র | স স প্র |
| সা স সা | স সা সা | প্র স প্র | স সা সা |
| স প্র প্র | সা প্র প্রা | স প্র প্র | প্র স প্রা |
| সা প্র প্রা | স প্র প্রা | সা স প্রা | সা স প্রা |
| * স স প্র | * সা স প্রা | প্রা স প্রা | সা প্র প্রা |
| * সা স প্রা | * স সা প্রা | সা প্র প্রা | * স সা প্রা |

এই ২৪টীর মধ্যে * চিহ্নিত মূর্ত্তিগুলি পরিত্যক্ত হইতে পারে ; যেহেতু ঐ সকল তর্কের হেতু হইতে, যদিও সর্ব্বতন্ত্রযুক্তি নিগমন করা যাইতে পারিত, তথাপি কেবলমাত্র প্রতিতন্ত্রযুক্তি নিগমন করা হইয়াছে ; এবং উক্ত ৫টী মূর্ত্তি, উল্লিখিত স স স, সা স সা ; সা স সা, স সা সা ; এবং স সা সা এই অপর পাঁচটী সর্ব্বতন্ত্র নিগমনবিশিষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্ভূত।

উক্ত ৬৪টী মূর্ত্তিকে ৪টী অবয়বে পরিণত করিলে, (৪ × ৬৪ =) ২৫৬টী অবয়বী উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কেবল ২৪টী অবয়বী সিদ্ধ ; অবশিষ্ট ২৩২টী অবয়বী অসিদ্ধ। এই ২৩২টী অসিদ্ধ অবয়বীকে হেত্বাভাস কহে। কারণ, অবিবেচক ব্যক্তির নিকট, এই অসিদ্ধ অবয়বী গুলি, অনেক সময় সত্য বলিয়া বোধ হয়।

পশ্চাৎ দেখা যাইবে, যে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত

প্রত্যেক সিদ্ধ অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত উহার অনুরূপ অবয়বীতে, পরিণত করা যাইতে পারে।

এক কিম্বা একাধিক, মিশ্রিত বা অবস্থাধীনযুক্তিসংযুক্ত মাধ্যতর্ককে, অবস্থাধীনমাধ্যতর্ক বা বিতর্ক কহে। যদি কোন একটী যুক্তি, দুই কিম্বা ততোঽধিক অমিশ্রিত যুক্তি সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং উক্ত অমিশ্রিত যুক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকে, যে উহাদের মধ্যে একটী যুক্তি বা যুক্তিশ্রেণীর সত্যতা বা অসত্যতা, অপর একটী যুক্তি বা যুক্তিশ্রেণীর সত্যতা বা অসত্যতার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে, উক্ত যুক্তিকে, মিশ্রিত বা অবস্থাধীনযুক্তি কহে। যদি কোন যুক্তির অন্তর্গত অমিশ্রিত যুক্তিগুলির মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকে, যে একটী যুক্তি বা যুক্তিশ্রেণীর সত্যতা, অপর একটী যুক্তি বা যুক্তিশ্রেণীর সত্যতার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে, উক্ত মিশ্রিত যুক্তিকে অধিকরণযুক্তি কহে। যদি উহাদিগের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকে, যে একটী যুক্তি বা যুক্তিশ্রেণীর সত্যতা এবং অসত্যতা, ক্রমান্বয়ে অপর একটী যুক্তি বা যুক্তিশ্রেণীর অসত্যতা এবং সত্যতার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে, উক্ত মিশ্রিত যুক্তিকে অভ্যুপগমযুক্তি কহে।

অধিকরণযুক্তিসংযুক্ত বিতর্কের আকৃতি নিম্নপ্রকার; যথা,

"যদি ক হয় খ, তাহা হইলে গ হয় ঘ;
যদি গ হয় ঘ, তাহা হইলে চ হয় ছ;
অতএব যদি ক হয় খ, তাহা হইলে চ হয় ছ।"

"যদি ক হয় খ, তাহা হইলে গ হয় ঘ;
ক হয় খ,

অতএব গ হয় ঘ।"

"যদি তিনি হন ধার্ম্মিক, তাহা হইলে তিনি হন সুখী;
তিনি হন ধার্ম্মিক,
অতএব তিনি হন সুখী।"

এই প্রকার তর্ককে, সংস্থিতিঅধিকরণবিতর্ক কহে।

"যদি ক হয় খ, গ হয় ঘ;
গ নহে ঘ,
অতএব ক নহে খ।"

"যদি তিনি হন ধার্ম্মিক, তিনি হন সুখী,
তিনি নহেন সুখী,
অতএব তিনি নহেন ধার্ম্মিক।"

এই প্রকার তর্ককে, অসংস্থিতিঅধিকরণবিতর্ক কহে।

অভ্যাপগমযুক্তিসংযুক্ত বিতর্কের আকৃতি নিম্নপ্রকার, যথা

হয় ক হয় খ, অথবা গ হয় ঘ;
(১) ক হয় খ,
অতএব গ নহে ঘ।
(২) ক নহে খ,
অতএব গ হয় ঘ।
(৩) গ হয় ঘ,
অতএব ক নহে খ।
(৪) গ নহে ঘ,
অতএক ক হয় খ।

এই প্রকার তর্কের আর একটী দৃষ্টান্ত; যথা,—

তিনি হন, হয় নির্ব্বোধ অথবা ধূর্ত্ত,

(১) তিনি হন নির্ব্বোধ,
অতএব তিনি নহেন ধূর্ত্ত।
(২) তিনি হন ধূর্ত্ত,
অতএব তিনি নহেন নির্ব্বোধ।
(৩) তিনি নহেন নির্ব্বোধ,
অতএব তিনি হন ধূর্ত্ত।
(৪) তিনি নহেন ধূর্ত্ত,
অতএব তিনি হন নির্ব্বোধ।

যদি কোন বিতর্কের একটী হেতু অধিকরণযুক্তি হয় এবং অপরটী অভ্যুপগমযুক্তি হয়, তাহা হইলে, এই প্রকার বিতর্ককে নিগ্রহস্থান কহে। ইহার নিম্নলিখিত চারি প্রকার আকৃতি হইতে পারে; যথা,—

১। যদি ক হয় খ, তাহা হইলে গ হয় ঘ এবং চ হয় ছ; কিন্তু হয় গ নহে ঘ, অথবা চ নহে ছ; অতএব ক নহে খ।

২। যদি ক হয় খ অথবা যদি চ হয় ছ, তাহা হইলে গ হয় ঘ; কিন্তু হয় ক হয় খ অথবা চ হয় ছ; অতএব গ হয় ঘ।

৩। যদি ক হয় খ, তাহা হইলে গ হয় ঘ; এবং যদি চ হয় ছ, তাহা হইলে জ হয় ঝ; কিন্তু হয় ক হয় খ, অথবা চ হয় ছ; অতএব হয় গ হয় ঘ, অথবা জ হয় ঝ।

৪। যদি ক হয় খ, তাহা হইলে গ হয় ঘ; এবং যদি চ হয় ছ; তাহা হইলে জ হয় ঝ; কিন্তু হয় গ নহে ঘ, অথবা জ নহে ঝ; অতএব হয় ক নহে খ, অথবা চ নহে ছ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, নিগ্রহস্থানের ভাবপ্রকাশক কয়েকটী প্রবাদ আছে; যথা, লাজাবন্ধন; এগুলেও নির্ব্বংশের

ব্যাটা, পেছুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা; উভয়সঙ্কট; সাপে ছুঁচো-ধরা ইত্যাদি।

তিনের অধিক যুক্তিবিশিষ্ট তর্ককে, বহুমূর্ত্তিতর্ক কহে। বহুমূর্ত্তিতর্কের প্রত্যেক তর্কের রূপ, পরবর্ত্তী তর্কের দেশ হইয়া থাকে। উহার অবয়ব নিম্নপ্রকার; যথা,—

"সকল ক হয় খ,
সকল খ হয় গ,
সকল গ হয় ঘ,
সকল ঘ হয় চ,
অতএব সকল ক হয় চ।"

উল্লিখিত বহুমূর্ত্তি তর্কে, নিম্নলিখিত তিনটী ত্রিমূর্ত্তি তর্ক অন্তর্ভূত আছে; যথা,—

১। সকল খ হয় গ,
সকল ক হয় খ,
অতএব সকল ক হয় গ।

২। সকল গ হয় ঘ,
সকল ক হয় গ,
অতএব সকল ক হয় ঘ।

৩। সকল ঘ হয় চ,
সকল ক হয় ঘ,
অতএব সকল ক হয় চ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে প্রত্যেক তর্কের নিগমন, পরবর্ত্তী তর্কের উপনয় হইতেছে।

যে বাক্যে, একটী যুক্তি হইতে, যুক্ত্যন্তর নিষ্পন্ন হয়, ঐ

বাক্যকে দ্বিমূর্ত্তি বা সাক্ষাৎতর্ক কহে; যথা, "রামচন্দ্র হন দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র", এই যুক্তি হইতে, "দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হন রামচন্দ্র", এইরূপ নিগমন করা যাইতে পারে। অতএব ইহা একটী সাক্ষাৎতর্ক। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে এই তর্কের হেতুর দেশ ও রূপকে, ক্রমান্বয়ে নিগমনের রূপ ও দেশ করা হইয়াছে। কোন হেতু হইতে, এই প্রকার দেশ ও রূপের পরিবর্ত্তন দ্বারা, নিগমন নিষ্পন্ন করিলে, এই প্রকার তর্ককে দেশরূপ-সাক্ষাৎ-তর্ক বলে; যথা, "কতক পশু হয় শৃঙ্গী", এই হেতু হইতে, "কতক শৃঙ্গী হয় পশু", নিগমন করা যাইতে পারে। "সকল মনুষ্য হয় জীব", এই হেতু হইতে, "কতক জীব হয় মনুষ্য", নিগমন করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, যে প্রথম তর্কে, হেতু হইতে নিগমন করিবার জন্য, পাদের ব্যাপ্তির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দ্বিতীয় তর্কের হেতুতে, মনুষ্য পাদের সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু নিগমনে উক্ত পাদের সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি হয় নাই। অতএব দেশরূপ-সাক্ষাৎতর্কের নিগমন নিষ্পন্ন করিতে হইলে, কখন পাদের ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কখন করিবার আবশ্যক হয় না। যথা, প্র ও সা এই দুই প্রকার যুক্তি হইতে, নিগমন নিষ্পন্ন করিতে হইলে, পাদের ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না। যথা, "কতক ক হয় খ", এই প্রকার যুক্তি হইতে, "কতক খ হয় ক", এই প্রকার নিগমন করা যাইতে পারে। 'কোনই ক নহে খ', এই যুক্তি হইতে, 'কোনই খ নহে ক', এই প্রকার নিগমন করা যাইতে পারে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে নিগমন নিষ্পন্ন করিতে, পাদের ব্যাপ্তির কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল না।

স যুক্তি হইতে নিগমন নিষ্পন্ন করিতে হইলে, পাদের ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়। যথা, "সকল ক হয় খ", এই প্রকার যুক্তি হইতে, "কতক খ হয় ক", এই প্রকার নিগমন করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি যুক্তির দেশ ও রূপের ব্যাপ্তি সমান হয়, তাহা হইলে, স যুক্তি হইতে, নিগমন নিষ্পন্ন করিতে হইলে, পাদের ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না। যথা, "রামচন্দ্র হন দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র", এই যুক্তি হইতে, "দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হন রামচন্দ্র", এইরূপ নিগমন করা যাইতে পারে।

প্রা যুক্তি হইতে দেশ ও রূপের পরিবর্ত্তন দ্বারা কোন প্রকার নিগমন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যথা, "কতক মনুষ্য নহে বাঙ্গালী", এই যুক্তি হইতে, "কতক বাঙ্গালী নহে মনুষ্য", এরূপ নিগমন করা যাইতে পারে না।

দেশরূপ-সাক্ষাৎতর্ক ব্যতীত, অন্য দুই প্রকার সাক্ষাৎতর্ক আছে: যথা, বাধ এবং সমঞ্জস। কোন যুক্তির সত্যতা কিম্বা অসত্যতা হইতে, অপর একটী যুক্তির সত্যতা কিংবা অসত্যতা নিগমন করাকে বাধ বলে। এই প্রকার সাক্ষাৎতর্কের নিগমনের দেশ ও রূপ, এবং হেতুর দেশ ও রূপ একই। কিন্তু এই প্রকার সাক্ষাৎতর্কে হেতুর দেশ ও রূপের, ভাব অথবা ব্যাপ্তি অথবা ভাব ও ব্যাপ্তি, উভয়কেই পরিবর্ত্তন করিয়া, নিগমন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা, "সকল ক হয় খ", এই যুক্তির সত্যতা হইতে, "কোনই ক নহে খ", এই যুক্তির অসত্যতা নিগমন করা যাইতে পারে। "সকল গরু হয় শৃঙ্গী", এই যুক্তির সত্যতা হইতে, "কোনই গরু নহে শৃঙ্গী", এই যুক্তির অসত্যতা নিগমন হইতে পারে।

বাধ চারি প্রকার আছে; যথা, স ও সা এই দুই যুক্তির বাধকে বিরুদ্ধ কহে; প্র ও প্রা এই দুই যুক্তির বাধকে বাধিত কহে; স ও প্র অথবা সা ও প্রা এই দুই যুক্তির বাধকে উপযোগী কহে; স ও প্রা অথবা সা ও প্র এই দুই যুক্তির বাধকে প্রতিষেধ কহে। ইংরাজি ন্যায়গ্রন্থে এই চারিপ্রকার বাধ, একটা সমচতুষ্কোণ অঙ্কিত করিয়া, প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা,—

যদি স যুক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে, সা মিথ্যা, প্র সত্য ও প্রা মিথ্যা হইবে।

যদি স যুক্তি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, সা অজ্ঞাত, প্র অজ্ঞাত ও প্রা সত্য হইবে।

যদি সা যুক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে, স মিথ্যা, প্র মিথ্যা ও প্রা সত্য হইবে।

যদি সা যুক্তি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, স অজ্ঞাত, প্র সত্য ও প্রা অজ্ঞাত হইবে।

যদি প্র সত্য হয়, তাহা হইলে, স অজ্ঞাত, সা মিথ্যা, প্রা অজ্ঞাত হইবে।

যদি প্র মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, স মিথ্যা, সা সত্য ও প্রা সত্য হইবে।

যদি প্রা সত্য হয়, তাহা হইলে, স মিথ্যা, সা অজ্ঞাত ও প্র অজ্ঞাত হইবে।

যদি প্রা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, স সত্য, সা মিথ্যা ও প্র সত্য হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত প্রত্যেক অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত, উহার অনুরূপ অবয়বীতে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা,

২য় অবয়বের অন্তর্গত সা স সা, স সা সা, সা প্র প্রা, স প্রা প্রা অবয়বীদিগকে, ক্রমান্বয়ে ১ম অবয়বের অন্তর্গত স। স সা, সা স সা, সা প্র প্রা, স স স অবয়বীতে পরিণত করা যাইতে পারে।

৩য় অবয়বের অন্তর্গত স স প্র, প্র স প্র, স প্র প্র, সা স প্রা, প্রা স প্রা, সা প্র প্রা এই অবয়বীদিগকে, ক্রমান্বয়ে ১ম অবয়বের অন্তর্গত, স প্র প্র, স প্র প্র, স প্র প্র, সা প্র প্রা, স স স, সা প্র প্রা, অবয়বীতে পরিণত করা যাইতে পারে।

৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত, স স প্র, স সা সা, প্র স প্র, সা স প্রা, সা প্র প্রা এই অবয়বীদিগকে, ক্রমান্বয়ে ১ম অবয়বের অন্তর্গত, স স প্র, সা স সা, স প্র প্র, সা প্র প্রা, সা প্র প্রা অবয়বীতে পরিণত করা যাইতে পারে।

২য় অবয়বের অন্তর্গত সা স সা অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা স সা অবয়বীতে পরিণত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যথা,

কোনই ক নহে খ,
সকল গ হয় খ,
∴ কোনই গ নহে ক।

এই তর্কটী, ২য় অবয়বের অন্তর্গত, এবং ইহার মূর্ত্তি, সা স সা। *'কোনই ক নহে খ', এই উদাহরণের দেশ ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন করিলে, 'কোনই খ নহে ক', এই সাক্ষাৎতর্ক নিগমন হইয়া থাকে। অতএব এই পরিবর্ত্তন করিলে, উক্ত তর্কটী নিম্ন আকারে পরিণত হইতেছে; যথা,—

কোনই খ নহে ক,
সকল গ হয় খ,
∴ কোনই গ নহে ক।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে এই তর্কের মূর্ত্তি, সা স সা; এবং ইহা ১ম অবয়বের অন্তর্গত। অতএব ২য় অবয়বের অন্তর্গত সা স সা অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা স সা অবয়বীতে পরিণত করা হইল। সেইরূপ ২য় অবয়বের অবশিষ্ট অবয়বীগুলিকে নিম্নপ্রকারে ১ম অবয়বে পরিণত করা যাইতে পারে; যথা,—

| ২য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| স সকল ক হয় খ, | ∵ কোনই খ নহে গ, (দেশরূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| সা কোনই গ নহে খ, | সকল ক হয় খ, |
| ∴ সা কোনই গ নহে ক। | ∴ কোনই ক নহে গ। |
| | (∴ কোনই গ নহে ক। (দেশ ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |

অতএব ২য় অবয়বের অন্তর্গত স সা সা অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা স সা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ২য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| সা কোনই ক নহে খ, | ∵ কোনই খ নহে ক, (দেশ ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| প্র কতক গ হয় খ, | কতক গ হয় খ, |
| প্রা ∴ কতক গ নহে ক। | ∴ কতক গ নহে ক। |

অতএব ২য় অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

২য় অবয়ব

স সকল ক হয় খ,
প্রা কতক গ নহে খ.
প্রা ∴ কতক গ নহে ক।

এই অবয়বীকে আশু ১ম অবয়বে পরিণত করা যায় না।

এই তর্কটী প্রমাণ করিতে হইলে, জ্যামিতিশাস্ত্রে যাহাকে ব্যতিরেকী প্রমাণ বলে, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে; যথা, যদি 'কতক গ নহে ক', এই নিগমনটী অসত্য হয়, তাহা হইলে, ইহার প্রতিষেধবাধ, 'সকল গ হয় ক', অবশ্যই সত্য হইবে। যদি এই যুক্তিটী একটী নূতন তর্কের উপনয় করা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত তর্কের উদাহরণ, যদি এই নূতন তর্কের উদাহরণ করা যায়, তাহা হইলে—

সকল ক হয় খ,
সকল গ হয় ক,
∴ সকল গ হয় খ।

এইরূপ হইবে। কিন্তু এই নিগমনটী, প্রথম তর্কের উপনয়ের প্রতিষেধবাধ হইতেছে; অতএব আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে, যে হয় প্রথম তর্কের কোন একটী হেতু অসত্য, কিম্বা নিগমনটী সত্য। কিন্তু আমরা হেতু অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং প্রথম তর্কের নিগমন সত্য হইতেছে।

৩য় অবয়বের অবয়বীগুলিকে, নিম্নপ্রকারে ১ম অবয়বে পরিণত করা যাইতে পারে; যথা,—

| ৩য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| স সকল খ হয় ক, | সকল খ হয় ক, |
| স সকল খ হয় গ, | ∴ কতক গ হয় খ, |
| | (দেশ ও রূপের ব্যাপ্তি সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| প্র ∴ কতক গ হয় ক। | ∴ কতক গ হয় ক। |

অতএব ৩য় অবয়বের অন্তর্গত স স প্র অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত স প্র প্র অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৩য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| প্র কতক খ হয় ক, | সকল খ হয় গ, |
| স সকল খ হয় গ, | ∴ কতক ক হয় খ, |
| | দেশ ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| প্র ∴ কতক গ হয় ক। | ∴ কতক ক হয় গ। |
| | ∴ কতক গ হয় ক। |
| | (দেশ ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |

অতএব ৩য় অবয়বের অন্তর্গত প্র স প্র অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত স প্র প্র অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৩য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| স সকল খ হয় ক, | সকল খ হয় ক, |
| প্র কতক খ হয় গ, | ∵ কতক গ হয় খ, (দেশরূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| প্র ∴ কতক গ হয় ক। | ∴ কতক গ হয় ক। |

অতএব ৩য় অবয়বের অন্তর্গত স প্র প্র অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত স প্র প্র অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৩য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| সা কোনই খ নহে ক, | কোনই খ নহে ক, |
| স সকল খ হয় গ, | কতক গ হয় খ, (দেশরূপের ব্যাপ্তি সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| প্রা ∴ কতক গ নহে ক। | ∴ কতক গ নহে ক। |

অতএব ৩য় অবয়বের অন্তর্গত সা স প্রা অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

৩য় অবয়ব

প্রা কতক খ নহে ক,

স সকল খ হয় গ,

প্রা ∴ কতক গ নহে ক।

এই অবয়বীকে আশু ১ম অবয়বে পরিণত করা যায় না।

এই তর্কটী প্রমাণ করিতে হইলে, জ্যামিতিশাস্ত্রে যাহাকে ব্যতিরেকী প্রমাণ বলে, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে; যথা, যদি 'কতক গ নহে ক', এই নিগমনটী অসত্য হয়, তাহা হইলে, ইহার প্রতিষেধবাধ, 'সকল গ হয় ক', অবশ্যই সত্য হইবে। যদি এই যুক্তিটী একটী নূতন তর্কের উদাহরণ করা যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত তর্কের উপনয় যদি এই নূতন তর্কের উপনয় হয়, তাহা হইলে,

সকল গ হয় ক,
সকল খ হয় গ,
∴ সকল খ হয় ক।

এইরূপ হইবে। কিন্তু এই নিগমনটী প্রথম তর্কের উদাহরণের প্রতিষেধবাধ হইতেছে; অতএব আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে, যে হয় প্রথম তর্কের কোন একটী হেতু অসত্য, অথবা নিগমনটী সত্য। কিন্তু আমরা হেতু অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং প্রথম তর্কের নিগমন সত্য হইতেছে।

| | ৩য় অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|---|
| সা | কোনই খ নহে ক, | কোনই খ নহে ক, |
| প্র | কতক খ হয় গ, | কতক গ হয় খ, |
| | | (দেশ ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা) |
| প্রা | ∴ কতক গ নহে ক। | ∴ কতক গ নহে ক। |

অতএব ৩য় অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীকে, ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

৪র্থ অবয়বের অবয়বীগুলিকে নিম্ন প্রকারে ১ম অবয়বে পরিণত করা যাইতে পারে; যথা,—

| ৪র্থ অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| স সকল ক হয় খ, | সকল খ হয় গ, |
| সা সকল খ হয় গ, | সকল ক হয় খ, |
| | ∴ সকল ক হয় গ। |
| প্র ∴ কতক গ হয় ক। | ∴ কতক গ হয় ক। |
| | ( দেশরূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা। ) |

অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত স স প্র অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৪র্থ অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| স সকল ক হয় খ, | কোনই খ নহে গ, |
| সা কোনই খ নহে গ, | সকল ক হয় খ, |
| | ∴ কোনই ক নহে গ। |
| সা ∴ কোনই গ নহে ক। | ∴ কোনই গ নহে ক। |
| | ( দেশরূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা। ) |

অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত স সা সা অবয়বীকে ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা স সা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৪র্থ অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| প্র কতক ক হয় খ, | সকল খ হয় গ, |
| স সকল খ হয় গ, | কতক ক হয় খ, |
| | ∴ কতক ক হয় গ। |
| প্র ∴ কতক গ হয় ক। | ∴ কতক গ হয় ক। |
| | ( দেশরূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা। ) |

অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত প্র স প্র অবয়বীকে ১ম অবয়বের অন্তর্গত স প্র প্র অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৪র্থ অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| সা কোনই ক নহে খ, | ∵ কোনই খ নহে ক, (দেশরূপের সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা।) |
| স সকল খ হয় গ, | কতক গ হয় খ, |
| প্রা ∴ কতক গ নহে ক। | ∴ কতক গ নহে ক। |

অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত সা স প্রা অবয়বীকে ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

| ৪র্থ অবয়ব | ১ম অবয়ব |
|---|---|
| সা কোনই ক নহে খ, | ∵ কোনই খ নহে ক, |
| প্র কতক খ হয় গ, | ∵ কতক গ হয় খ, |
| প্রা ∴ কতক গ নহে ক। | ∴ কতক গ নহে ক। |

অতএব ৪র্থ অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীকে ১ম অবয়বের অন্তর্গত সা প্র প্রা অবয়বীতে পরিণত করা হইল।

এই প্রবন্ধে, অক্ষপাদ শব্দ, যে অর্থে ব্যবহার করা হইল, সেই অর্থানুসারে পাদ, ন্যায়দর্শনের আলোচ্য বিষয় হইতেছে। এ পর্য্যন্ত, পাদের অক্ষ কাহাকে বলে, কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং এই কার্য্য, কেবল মূর্ত্তি দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু তর্ক সংযুক্ত বক্তৃতা, কেবল মূর্ত্তি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; ভাষার আবশ্যক হয়।

সংস্কৃত ভাষাপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যে ইহা আদি ভাষা নহে। এই ভাষার সকল শব্দ, ধাতু হইতে

নিষ্পন্ন ; এবং ধাতু গুলি সামান্য জ্ঞানের নাম। বহু বস্তু মধ্যে, যে কোন সমান গুণ বা ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ধাতু। এইরূপ জ্ঞান অনুমিতি-জ্ঞান। অনুমিতি-জ্ঞান দর্শন-সাপেক্ষ্য। যখন মনুষ্যের মনোবৃত্তি মুকুলিত অবস্থায় থাকে, তখন সামান্য জ্ঞান অধিকৃত করিয়া ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব। অতএব বোধহয়, যে সংস্কৃতভাষার সৃষ্টির পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে অন্য প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল এবং সেই সকল ভাষা, আদি ভাষা হইতে উদ্ভাবিত। দেখা যায়, যে জগতের সকল ভাষার নাম, স্থানের নাম হইতে উৎপন্ন ; অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানীয় লোক সমূহের ভাষা, পরস্পর হইতে প্রভেদ করিবার জন্য, ঐ সকল স্থানের নাম হইতে ভাষার নাম দেওয়া হইয়াছে ; যথা, আরব্য, পারসী, চীন, গ্রীক্, লাটিন্, ইংরাজি ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত, এই নামটী, কোন স্থানের নাম হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; ইহার অর্থ, পরিস্কৃত, শোধিত। অতএব সংস্কৃত-ভাষা, যে অন্য অন্য ভাষা হইতে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশেষরূপে প্রতীত হয়। বাঙ্গালা-ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় ; এবং এই সকল শব্দ ভারতবর্ষের নিকটস্থ অন্যান্য স্থানের মনুষ্যেরা ব্যবহার করে। অতএব বোধ হয়, এই সকল শব্দগুলি, আদি ভাষার অন্তর্গত ; এবং বঙ্গদেশীয়েরা ক্রমশঃ আদিভাষাকে সংস্কৃতভাষাশ্রয়ে উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষা, সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশ নহে। সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চা ও উন্নতি কেবল বিদ্বান্ লোকেই করিত। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের কোনস্থানের লোকেরই, সংস্কৃত-ভাষা,

মাতৃভাষা হয় নাই। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে, রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্ম হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের সময়, কালিদাস প্রভৃতি, গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সকল গ্রন্থে, প্রাকৃত ভাষারও ব্যবহার আছে। কালিদাসের জন্মের বহু পূর্ব্বে, সংস্কৃতভাষার পূর্ণ উন্নতি হয়; এবং যৎকালে কালিদাস, গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন এই ভাষার অবনতি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা দেখা যাই-তেছে, যে সংস্কৃতভাষা পরাকাষ্ঠা অবস্থায়, কোন স্থানের মাতৃ-ভাষা হয় নাই। পানিনিকৃত ব্যাকরণ দেখিলেও বোধ হয়, যে তাঁহার পূর্ব্বে, সংস্কৃতভাষা, অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং তিনি সকল ধাতু এবং সকল ধাতুর প্রকৃত অর্থ, সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অতএব অধুনা যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাদিগের আশ্রয়ে, সংস্কৃতভাষার সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতঃ, বর্ত্তমান কালের প্রয়োজনীয়, জ্ঞানানুযায়িক শব্দ প্রস্তুত করিয়া, এবং ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় কল্পনা করিয়া, সংস্কৃতভাষাকে, এতদ্দেশের মাতৃভাষা করা অসম্ভব। যখন হিন্দু রাজার আধিপত্যকালে, সংস্কৃতভাষা ভারতবর্ষের মাতৃ-ভাষা হয় নাই, তখন বিদেশীয় রাজার যত্নে, এই ভাষা এদেশের প্রচলিতভাষা হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ যখন রাজ-কীয়কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত রাজভাষা আবশ্যক, তখন মৃত সংস্কৃতভাষা, সাংসারিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। সাংসারিক ব্যাপারে, এই ভাষার প্রয়োজন না হইলে. ইহার উদ্ধার বা উন্নতির প্রতি, লোকের যত্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে হিব্রু, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি মৃতভাষা যে অবস্থায় রহিয়াছে, সেই অবস্থায় সংস্কৃত ভাষাও থাকিতে পারে। বাঙ্গা-

লাভাষার উন্নতির নিমিত্ত সংস্কৃতভাষার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু যখন সংস্কৃতভাষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন ঐ সংস্কৃতভাষা দ্বারা বাঙ্গালাভাষাকে উন্নত করিবার কি প্রত্যাশা আছে ?

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে, ইংরাজি শিক্ষা এবং ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহে সংস্কৃতভাষা-শিক্ষা-প্রদান প্রচলিত হওয়ায় এবং বাঙ্গালাভাষায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কয়েকখানি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃতঅভিধান প্রণীত হওয়ায়, বাঙ্গালাভাষা, সংস্কৃত-বিভক্তিশূন্য সংস্কৃত-ভাষা হইতেছে ; এই সকল অভিধানে যে সকল বস্তুর নাম পাওয়া যায় না, সেই সকল বস্তুর নাম, অন্যান্য ভাষা হইতে সংগৃহীত হইতেছে ; বর্ত্তমান বাঙ্গালা-ভাষা, বোধ হয় সংস্কৃতভাষা অপেক্ষাও কঠিন হইতেছে ; এবং বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত শব্দ, যদৃচ্ছায় ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং এই প্রণালীতে বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কোন সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষা দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু-জ্ঞান হইতে পারে না। যদ্দ্বারা বস্তুজ্ঞান হয়, তাহার উপায় কল্পনা নিমিত্ত কাহারও যত্ন দেখা যায় না। এক সূর্য্যের শত নাম। বিষ্ণুর সহস্র নাম। এই প্রকার এক একটী বস্তুর বহু সংখ্যক নাম অভ্যাস করিয়া, এই অল্পায়ুকে বৃথা ক্ষয় করা এবং স্মরণশক্তিকে দুর্ব্বল করা, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় মঙ্গলকর নহে। যাহাতে অনায়াসে বস্তুজ্ঞান হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক-দর্শন-শাস্ত্রের কেবল নামমাত্র

আছে। এই সকল শাস্ত্র-জ্ঞান ভিন্ন ন্যায়ের প্রকৃত জ্ঞানও উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের, এই সকল শাস্ত্র উদ্ধার করিবার কিছুমাত্র যত্ন নাই। ২০০০ বৎসরের অধিক কালাবধি, এই সকল শাস্ত্র-উদ্ধার-করণার্থ, ভারতবর্ষীয় কতকগুলি রাজা যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছে। কারণ কোন জাতি, কোন বিষয়ে জ্ঞান, বহুকালে অর্জ্জন করে; এবং সেই জ্ঞানটী একবার বিনষ্ট হইলে, সেই জাতি উহার পুনরায় উদ্ধার করিতে পারে না; এবং আবিষ্কারিণী বুদ্ধি এদেশীয় লোকের অতিশয় বিরল। অধুনা ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা উল্লিখিত শাস্ত্রের জ্ঞান, স্বীয় ভাষায় প্রদান করিতেছেন। সেই জ্ঞানের আশ্রয়ব্যতীত ভারতবর্ষের লুপ্ত বিদ্যা উদ্ধার করিবার অন্য উপায় নাই। পুরাকালে, কোন সময় ভারতবর্ষীয়েরা সঙ্গীতশাস্ত্রকে, পরাকাষ্ঠা অবস্থায় পরিণত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই শাস্ত্রের জ্ঞান লোপ হওয়ায়, বহুল পণ্ডিত ঐ শাস্ত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া, কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞানও লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইংরাজি-সঙ্গীত-বিদ্যা-জ্ঞান দ্বারা ভারতবর্ষীয় বিলুপ্ত সঙ্গীতপ্রণালী, সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায়, সঙ্গীতপ্রণালী প্রচলিত হইবার প্রত্যাশা নাই, এবং ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত, অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন, অন্যে উক্ত প্রণালীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, তথাপি ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যে কেবল সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের দ্বারা ভারতবর্ষের লুপ্ত বিদ্যা উদ্ধৃত হইবার

সম্ভাবনা নাই; এবং ঐ সকল বিদ্যা উদ্ধার করিলেও, ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত না হইলে, উহাতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় ন্যায়দর্শনেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। ইংরাজি ন্যায়ের জ্ঞান ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় ন্যায়দর্শন কি ছিল, তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। যাঁহারা লুপ্ত ন্যায়দর্শন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল তাঁহাদিগের ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানের অভাববশতঃ, উহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইংরাজ অনুসন্ধায়িকদিগের ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান সত্ত্বেও, তাঁহারা, ভারতবর্ষীয় ন্যায়প্রণালী কি ছিল, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; যেহেতু তাঁহারা কেবল বর্ত্তমান গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। ইংরাজ অনুসন্ধায়িকেরা, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত বিষয়েও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল বর্ত্তমান সঙ্গীতগ্রন্থের উপর নির্ভর করায়, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অতএব কোন ব্যক্তি, যে কোন প্রধান ভারতবর্ষীয় বিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার প্রথমতঃ অন্যান্য ভাষা দ্বারা, উক্ত বিদ্যা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এবং নব্য সংস্কৃতগ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে। নব্য গ্রন্থে, লুপ্ত বিদ্যার ইতস্ততঃ চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়; কেবল ঐ চিহ্ন গুলি লক্ষ্য করিয়া, উক্ত বিদ্যার পূর্ব্বাপর অবস্থা স্থির করা কর্ত্তব্য।

তর্কের যুক্তির পাদ, এক কিম্বা বহু শব্দযুক্ত হইতে পারে। প্রত্যেক পাদের একটী মাত্র শব্দ প্রধান। ঐ শব্দটীকে নিরাকাঙ্ক্ষ

শব্দ কহে; এবং যে শব্দ একৈক কোন যুক্তির দেশ বা রূপ হইতে পারে না, তাহাদিগকে সাকাঙ্ক্ষ শব্দ বলে; যথা, "নিষ্কারণ প্রত্যহ উষ্ণজলে স্নান, হয় পেশীর এবং ধমনীর দুর্ব্বলতার কারণ". এই যুক্তির দেশের, 'স্নান', এবং রূপের 'কারণ' এই দুইটী শব্দ, নিরাকাঙ্ক্ষ শব্দ হইতেছে। দেশ ও রূপের অপর শব্দগুলি সাকাঙ্ক্ষ শব্দ। 'উষ্ণ' শব্দ, বিশেষণ পদ বলিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষ শব্দ হইলেও, ইহা একৈক দেশ হইতে পারে না; রূপ হইতে পারে। এই নিমিত্ত উক্ত শব্দ, যুক্তির দেশে আছে বলিয়া, উহাকে সাকাঙ্ক্ষ শব্দ বলা গেল।

সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে, প্রাতিপদিক, ক্রিয়া, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়ার বিশেষণ এই কয় শ্রেণীতে, শব্দ বিভক্ত হইয়াছে। প্রাতিপদিক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; বিশেষ্য এবং বিশেষণ। শব্দের এই প্রকার বিভাগ, কতক পরিমাণে ন্যায়ানুসারে শব্দের বিভাগের সহিত ঐক্য হয়; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় না; কারণ, সর্ব্বনাম এবং অব্যয় শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ, একৈক দেশ বা রূপ হইতে পারে এবং কতকগুলি শব্দ একৈক দেশ বা রূপ হইতে পারে না। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর শব্দ ভিন্ন অপর কয়েকটী শ্রেণীর সম্বন্ধে নিরাকাঙ্ক্ষ এবং সাকাঙ্ক্ষ শব্দের এই সাধারণ নিয়ম করা যাইতে পারে; যথা, বিশেষ্য এবং বিশেষণ শব্দমাত্রেই নিরাকাঙ্ক্ষ। তন্মধ্যে বিশেষ্য পদ, একৈক দেশ ও রূপ উভয়ই হইতে পারে; বিশেষণ পদ, একৈক দেশ হইতে পারে না; কিন্তু রূপ হইতে পারে। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার বিশেষণ পদ মাত্রেই সাকাঙ্ক্ষ। ইহারা একৈক দেশ ও রূপ হইতে পারে না। কিন্তু ক্রিয়াবাচক

শব্দ, কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে পরিণত হইলে, তাহারা নিরাকাঙ্ক্ষ শব্দ হইয়া পড়ে।

সর্ব্বনাম এবং অব্যয় শব্দের যেগুলি, বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহারা নিরাকাঙ্ক্ষ শব্দ এবং তদ্ভিন্ন সকলগুলি সাকাঙ্ক্ষ শব্দ। প্রথমা বিভক্ত্যন্ত ভিন্ন অপর বিভক্ত্যন্ত বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদ সাকাঙ্ক্ষ। বর্ত্তমান কাল ভিন্ন, অপর কাল-জ্ঞাপক কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাকাঙ্ক্ষ; কারণ নিগমন বর্ত্তমান অবস্থা হইতে নিষ্পন্ন হয়। যদি অতীত বা ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধীয় কোন নিগমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, কালাদিসম্বন্ধীয় অবস্থা, এ প্রকারে রূপের মধ্যে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে 'হয়' কিম্বা 'নহে' এই দুইটী যোক্তার পরিবর্ত্তন করিতে না হয়। যদি এই প্রকার বাক্য প্রকাশ করিতে হয়, যে "তিনি আগামী কল্য আসিবেন", তাহা হইলে এই বাক্যকে, নিম্ন আকৃতিতে পরিণত করা কর্ত্তব্য; যথা, "তাঁহার আগমনের সময় হয় আগামী কল্য"। প্রচলিত ভাষায় এ প্রকার বাক্য ব্যবহৃত হয় না এবং ব্যবহার করিলে অতিশয় অশ্রাব্য হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রচলিত ভাষায় প্রকাশিত তর্কের সিদ্ধাসিদ্ধতা স্থির করিবার জন্য, ঐ সকল তর্ককে ন্যায়ের নিয়মানুসারে পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য; কারণ, তদ্ভিন্ন তর্ককে মূর্ত্তি ও অবয়বে পরিণত করা যাইতে পারে না।

'ইতি' বা 'এই' শব্দ যোগে সকল সাকাঙ্ক্ষ শব্দ, নিরাকাঙ্ক্ষ শব্দের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে; যথা, "ধীরে ধীরে" এই শব্দটী ক্রিয়ার বিশেষণ। বিশেষ্য, ব্যক্তিবাচক, জাতিবাচক, উদ্ঘাটনবাচক ও ভাববাচক, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে

পারে। রাম, গোপাল, কৃষ্ণ ভারতবর্ষ, এই বৃক্ষ, ঐ গরু, ইহারা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য শব্দ। মনুষ্য, পক্ষী, পর্ব্বত, নদী ইত্যাদি জাতিবাচক বিশেষ্য শব্দ। সেনা, অক্ষৌহিণী, ইহারা উদ্ঘাটিত বিশেষ্য শব্দ। সৌন্দর্য্য, শীলতা, গুরুত্ব ইত্যাদি ভাববাচক বিশেষ্য শব্দ। এই চারি প্রকার বিশেষ্য শব্দ এবং বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত সর্ব্বনাম ও অব্যয় শব্দ, যুক্তির দেশ ও রূপ হইতে পারে।

বিশেষণ পদ এবং বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত সর্ব্বনাম ও অব্যয় শব্দ, যুক্তির রূপ হইতে পারে।

ন্যায়ানুসারে শব্দের দুইটী শক্তি আছে; ব্যাপ্তি এবং আপ্তি। যে শব্দ দ্বারা একটী ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণীর অস্তিত্ব প্রতিপত্তি হয়, তাহাকে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট শব্দ বলে। সুতরাং ব্যক্তি-বাচক শব্দ ও উদ্ঘাটিত শব্দ, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। যে শব্দ দ্বারা কতকগুলি গুণ বা গুণশ্রেণীর উপলব্ধি হয়, তাহাকে আপ্তিবিশিষ্ট শব্দ বলে। সুতরাং ভাববাচক শব্দ ও বিশেষণ শব্দ আপ্তিবিশিষ্ট। জাতিবাচক শব্দের ব্যাপ্তি এবং আপ্তি উভয়ই আছে। ব্যাপ্তি এবং আপ্তির মধ্যে বিপর্য্যয়াস সম্বন্ধ। অর্থাৎ ব্যাপ্তির বৃদ্ধি হইলে আপ্তির খর্ব্বতা হয়; এবং আপ্তির বৃদ্ধি হইলে ব্যাপ্তির খর্ব্বতা হয়। যথা, পুষ্প, গোলাপ ও পীত বর্ণের গোলাপ, এই সকল শব্দের, যেরূপ ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্তির খর্ব্বতা হইতেছে, সেইরূপ আপ্তির বৃদ্ধি হইতেছে।

যুক্তির দেশ ও রূপ এবং পাদের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান, তার্কিকের আবশ্যক। পশ্চাৎ দেখা যাইবে, যে যুক্তির দেশ সম্বন্ধে রূপ পরাজাতি (Genus), অপরাজাতি (Species), প্রভেদ (Differ-

entia), উৎকর্ষ (Property), সমবায় (Accidens), পর্য্যায় (Synonym), সংজ্ঞা (Definition) প্রভৃতি সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারে। এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম পাঁচটী সম্বন্ধ প্রধান। এই কয়টী সম্বন্ধের মর্ম্ম, নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একাধিক বস্তুর মধ্যে কোন সমান ধর্ম্ম দৃষ্ট হইলে, ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উক্ত বস্তু সমূহকে, এক শ্রেণীযুক্ত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর নামকে জাতি কহে। যদি কোন বহু-সংখ্যক ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুশ্রেণীর মধ্যে, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুশ্রেণী থাকে, তাহা হইলে, উক্ত প্রথম শ্রেণীকে, দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে পরাজাতি এবং উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীকে, প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে অপরাজাতি কহে। আবার যদি উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীকে তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে, শেষোক্ত শ্রেণীকে উক্ত প্রথমোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পরাজাতি এবং উক্ত প্রথমোক্ত শ্রেণীকে শেষোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে অপরাজাতি কহে। যথা, কাক, পক্ষী ও প্রাণী এই তিনটী জাতির মধ্যে কাক এই জাতির সম্বন্ধে পক্ষী পরাজাতি এবং পক্ষী সম্বন্ধে কাক অপরাজাতি; আবার পক্ষী সম্বন্ধে প্রাণী পরাজাতি এবং প্রাণী সম্বন্ধে পক্ষী অপরাজাতি। যদি এরূপ কোন শ্রেণী থাকে, যে তাঁহাকে তদপেক্ষা কোন উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে, ঐ উচ্চতম শ্রেণীকে সর্ব্বপরাজাতি বলে। সেই প্রকার কোন বস্তুশ্রেণীকে ক্রমশঃ তদপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীতে বিভাগ করিতে করিতে, যদি এরূপ এক নিম্নশ্রেণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে উক্ত শ্রেণী কেবল ব্যক্তিতে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, উক্ত সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীকে সর্ব্বাপরাজাতি কহে।

কোন পরাজাতির অন্তর্গত কতকগুলি অপরাজাতি থাকিলে, উহাদিগের মধ্যে কোন একটী অপরাজাতির যে গুণ, উহাকে অপর অপরাজাতি হইতে পৃথক্ করে, তাহাকে প্রভেদ বলে; যথা, 'সকল ত্রিভুজ হয় তিনবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র'; এস্থলে তিনবাহু বিশিষ্ট, এই গুণ, ক্ষেত্র, এই পরাজাতির অন্তর্গত 'ত্রিভুজ' এই অপরাজাতিকে, উক্ত পরাজাতির অন্তর্গত চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ প্রভৃতি অন্যান্য অপরাজাতি হইতে পৃথক্ করিতেছে।

কোন বস্তুর যে সকল ধর্ম্ম বা গুণ থাকে, তাহাদিগের মধ্যে এক বা একাধিক ধর্ম্ম হইতে, যদি কার্য্যকারণ বা হেতুনিগমন সম্বন্ধ দ্বারা অন্য কোন ধর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে, শেষোক্ত ধর্ম্মকে উৎকর্ষ কহে; যথা, কোন সমান্তরিকের সম্মুখীন বাহুদ্বয় সমান; এস্থলে সমান্তরিকের সম্মুখীন বাহুদ্বয় পরস্পরের সমান্তর, এই ধর্ম্ম হইতে, উহার সম্মুখীন বাহুদ্বয় সমান, এই ধর্ম্ম, জ্যামিতির প্রমাণ দ্বারা নির্গত হইতেছে।

যদি কোন গুণ, কোন বস্তুশ্রেণীর অন্তর্গত সকল বস্তুতে বা কতকগুলি বস্তুতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু যদি উক্ত গুণ উক্ত বস্তু-শ্রেণীর কোন ধর্ম্ম না হয়, কিম্বা কোন ধর্ম্ম হইতে কার্য্যকারণ বা হেতুনিগমন-সম্বন্ধ দ্বারা নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে, উক্ত গুণকে সমবায় কহে। সমবায় দুই প্রকার হইতে পারে; নিত্য এবং অনিত্য। যদি উক্ত গুণ, উক্ত বহুশ্রেণীর সকল বস্তুতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে নিত্যসমবায় বলে; এবং যদি উহা কতক-গুলিমাত্র বস্তুতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে অনিত্যসমবায় বলে; যথা, সকল কাক হয় কৃষ্ণবর্ণ; এস্থলে কাক এবং কৃষ্ণবর্ণ এই গুণের মধ্যে নিত্যসমবায় সম্বন্ধ আছে; কারণ কৃষ্ণবর্ণ

ভিন্ন অন্য বর্ণের কাক দেখা যায় না। কিন্তু যদি একটীমাত্রও অন্য বর্ণের কাক দেখা যায়, তাহা হইলে, উহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধকে অনিত্য-সমবায়-সম্বন্ধ বলিতে হইবে।

উল্লিখিত পরাজাতি প্রভৃতি যে পাঁচটি দেশরূপের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয় বলা হইল, ইহাদিগের আলোচনা, ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ আবশ্যক। নব্য সংস্কৃত নৈয়ায়িকেরা, "ব্যাপ্তিপঞ্চক" শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই শব্দ, উল্লিখিত দেশরূপের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, যে মহাত্মা গোতম, অক্ষপাদ এবং ত্রিমূর্ত্তি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশরূপের এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কারণ দেখা যায়, যে তাঁহার আর একটি আখ্যা, "পঞ্চজ্ঞান"।

এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত স, সা, প্র, প্রা এই চারি প্রকার যুক্তির দেশ ও রূপের মধ্যে, কি কি সম্বন্ধ হইতে পারে।

প্রথমতঃ। স যুক্তির দেশরূপের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচিত হইতেছে।

১ ( ক )। স যুক্তিতে রূপপাদ জাতিবাচক বিশেষ্য শব্দ হইলে, দেশপাদ জাতিবাচক বিশেষ্য শব্দ হইতে পারে। দেশ ও রূপ জাতিবাচক শব্দ হইলে, রূপের ব্যাপ্তি দেশের ব্যাপ্তি অপেক্ষা অধিক কিম্বা উহার তুল্য হইবে; উহা অপেক্ষা অল্প হইতে পারে না। যথা, 'সকল মনুষ্য হয় প্রাণী' কিম্বা 'সকল মনুষ্য হয় বুদ্ধিমান্ প্রাণী', এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'সকল প্রাণী হয় মনুষ্য', এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

যদি রূপের ব্যাপ্তি দেশের ব্যাপ্তির তুল্য হয়, তাহা হইলে, দেশের সম্বন্ধে রূপ নিম্নলিখিত তিনপ্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে ; যথা,—

১। পর্য্যায় ; যথা, ব্যাঘ্র হয় শার্দ্দুল।

২। সংজ্ঞা ; যথা, ত্রিভুজ হয় তিনবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র।

৩। উৎকর্ষ ; যথা, সমান্তরিকের সম্মুখীন বাহুদ্বয় হয় সমান।

যদি রূপের ব্যাপ্তি, দেশের ব্যাপ্তি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে, রূপ দেশের সম্বন্ধে পরাজাতি হইবে। যথা, "সকল মনুষ্য হয় প্রাণী", এস্থলে 'মনুষ্য', এই দেশপাদের প্রতিপাদ্য বস্তুশ্রেণী 'প্রাণী', এই রূপপাদের প্রতিপাদ্য উচ্চতর বস্তুশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া, এই যুক্তির রূপ, দেশের সম্বন্ধে পরাজাতি হইতেছে।

(খ)। রূপপাদ জাতিবাচক হইলে, দেশপাদ ব্যক্তিবাচক বা উদ্‌ঘাটিত শব্দ হইতে পারে ; যথা,

'কালিদাস হন কবি', 'হাউস্ অফ্ কমন্স্ হয় ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের এক শাখা'। এস্থলে রূপের সহিত দেশের সম্বন্ধ পরাপরজাতির সহিত ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধ হইতেছে।

২। রূপপাদ ব্যক্তিবাচক বা উদ্‌ঘাটিত শব্দ হইলে, দেশপাদও ব্যক্তিবাচক বা উদ্‌ঘাটিত শব্দ হইবে। এস্থলে দেশ ও রূপের ব্যাপ্তি তুল্য হইবে। যথা, 'শ্রীকৃষ্ণ হন বিষ্ণু' ; 'ইনি হন সেই ব্যক্তি, যাঁহার সহিত কল্য আমার পরিচয় হইয়াছিল'। এস্থলে প্রথম বাক্যে, রূপ, দেশ-সম্বন্ধে পর্য্যায়-সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতেছে ; এবং দ্বিতীয় বাক্যের রূপ দেশকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

৩। রূপপাদ ভাববাচক হইলে, দেশপাদ ও ভাববাচক হইবে। এস্থলে দেশ ও রূপের ব্যাপ্তি তুল্য হইবে এবং দেশসম্বন্ধে রূপ, নিম্নলিখিত তিন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে; যথা,—

১। পর্য্যায়; যথা, 'বিনয় হয় নম্রতা'।

২। সংজ্ঞা; যথা, 'ঈর্ষা হয় পরশ্রীকাতরতা'।

৩। উৎকর্ষ; যথা, 'সত্য হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম'।

৪ (ক)। রূপপাদ বিশেষণ শব্দ হইলে, দেশপাদ জাতিবাচক বিশেষ্য শব্দ হইতে পারে। এস্থলে দেশের সম্বন্ধে, রূপ নিম্নলিখিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে; যথা,—

১। প্রভেদ; যথা, "সকল ত্রিভুজ হয় তিনবাহুবিশিষ্ট"।

২। উৎকর্ষ; যথা, "সমান্তরিকের সম্মুখীন বাহুদ্বয় হয় সমান"।

৩। নিত্যসমবায়; যথা, "সকল কাক হয় কৃষ্ণবর্ণ"।

(খ)। রূপপাদ বিশেষণ শব্দ হইলে, দেশপাদ ব্যক্তিবাচক বা উদ্‌ঘাটিত বিশেষ্য শব্দ হইতে পারে। এস্থলে দেশপাদ ব্যক্তিবাচক বা উদ্‌ঘাটিত শব্দ হওয়াতে, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন গুণ প্রকাশ করে না। সুতরাং দেশ-সম্বন্ধে রূপ, নিত্যসমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে; যথা, "রাম হয় স্থূলকায়"।

(গ)। রূপপাদ বিশেষণ শব্দ হইলে, দেশপাদ ভাববাচক শব্দ হইতে পারে। এস্থলে দেশের সম্বন্ধে রূপ, প্রভেদ ও উৎকর্ষসম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। প্রযুক্তির দেশরূপের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। প্রযুক্তির দেশের অঙ্ক হয় না। সুতরাং ব্যক্তিবাচক, উদ্‌ঘাটিত

এবং ভাববাচক শব্দের অঙ্ক হয় বলিয়া, ঐ সকল শব্দ প্র যুক্তির দেশ হইতে পারে না।

১। যদি রূপপাদ, জাতিবাচক শব্দ হয়, তাহা হইলে, উহার সহিত জাতিবাচক দেশপাদের সম্বন্ধ, অপরাজাতির সহিত পরাজাতির সম্বন্ধ, কিম্বা অপরাজাতির সহিত অপরাজাতির সম্বন্ধ হইবে; যথা, 'কতক মনুষ্য হয় কবি', 'কতক কবি হয় দার্শনিক'।

২। যদি রূপপাদ বিশেষণ শব্দ হয়, তাহা হইলে, দেশ সম্বন্ধে রূপ, অনিত্য-সমবায়-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইবে; যথা, "কতক মনুষ্য হয় কৃষ্ণবর্ণ"।

তৃতীয়তঃ। সা যুক্তির দেশরূপের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। সা যুক্তির রূপ বিশেষণ শব্দ হইতে পারে। এই প্রকার যুক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়, যে দেশসম্বন্ধে রূপ, প্রভেদ, উৎকর্ষ কিম্বা সমবায়-সম্বন্ধ-বিহীন।

অন্যান্য স্থলে সা যুক্তির দেশরূপের সম্বন্ধ, স যুক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত দেশরূপের সম্বন্ধ হইতে, স্থির হইতে পারে।

চতুর্থতঃ। প্রা যুক্তির দেশ-রূপের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। প্রা যুক্তির দেশের অঙ্ক হয় না। সুতরাং ব্যক্তিবাচক, উদ্‌ঘাটিত কিম্বা ভাববাচক শব্দ, প্রা যুক্তির দেশ হইতে পারে না।

প্রা যুক্তির রূপ, বিশেষণ শব্দ হইলে, তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, যে দেশ সম্বন্ধে রূপ, প্রভেদ, উৎকর্ষ কিম্বা নিত্য-সমবায়-সম্বন্ধবিহীন। কিন্তু রূপ, অনিত্য-সমবায়-সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে পারে।

তর্কের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় বলা হইল, তাহা

হইতে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের জ্ঞানের একটী প্রধান উপায়, তর্ক; এবং সত্যের সহিত তর্কের সম্বন্ধ আছে; যথা, পূর্ব্বোল্লিখিত চারি প্রকার অবয়বের মধ্যে প্রথম অবয়ব, বস্তুর গুণাবিষ্কার বা প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয় অবয়ব, বস্তুর মধ্যে প্রভেদাবিষ্কার বা প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়; তৃতীয় অবয়ব, দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টান্তবিরোধ অর্থাৎ প্রতিষেধ আবিষ্কার বা প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়; এবং চতুর্থ অবয়ব, কোন্ কোন্ অপরাজাতি, পরাজাতির অন্তর্গত বা বহির্ভূত, তাহা স্থির করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদিও স্বভাবের নিয়ম আবিষ্কার করণার্থ তর্কের প্রয়োজন, তথাপি পশ্চাৎ দেখা যাইবে, যে কেবল তর্কের দ্বারা কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না।

যে সকল অবস্থায়, নৈগমিক চিন্তা ভ্রমশূন্য হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে স্থির করা হইয়াছে। ভ্রমাত্মক তর্ককে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস শব্দের অর্থ, যে বাক্য তর্কের আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় আশু সিদ্ধতর্ক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বস্তুতঃ সিদ্ধতর্ক নহে। হেত্বাভাস, ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাবশতঃ ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দোষাশ্রিত তর্ক, ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বৈতণ্ডিক বলে, এবং উক্ত প্রকার তর্ককে বিতণ্ডা বলে; সুতরাং বিতণ্ডা একবিধদোষ নহে। যে কোন দোষ-যুক্ত তর্ক, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে, তাহা বিতণ্ডা হইবে। হেত্বাভাস যে কারণ হইতে উৎপন্ন হউক, তাহা, সিদ্ধতর্কের বিধি অবশ্যই অতিক্রম করিবে। নির্ব্বিষয়ী তর্কে, কেবল অন্বয়ীর ব্যভিচারিতা-জনিত ভ্রম উৎপন্ন হয়। সুতরাং

অবয়বীয় জ্ঞান দ্বারা এই প্রকার ভ্রম দূর হইতে পারে। বিষয় ঘটিত তর্কের ভ্রম, বিষয়জ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞান, এই উভয়জ্ঞানের ব্যভিচার হইতে উৎপন্ন হয়।

তর্কে কত প্রকার দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

হেত্বাভাস :—যদি কোন তর্ক, শাস্ত্রের নিয়ম অতিক্রম করাতে, নিগমন কিম্বা আগমন অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে হেত্বাভাস কহে। অতএব হেত্বাভাস দুই প্রকার হইতে পারে; নৈগমিক এবং আগমিক। নৈগমিক তর্কের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, যে অসিদ্ধতর্ক করা যায়, তাহাকে নৈগমিক-হেত্বাভাস, এবং আগমিক-তর্কের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, যে অসিদ্ধতর্ক করা যায়, তাহাকে আগমিক-হেত্বাভাস কহে।

নৈগমিক-হেত্বাভাস আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; যথা, সাক্ষাৎনৈগমিকতর্কের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, যে তর্ক করা যায়, তাহাকে সাক্ষাৎ-নৈগমিক-হেত্বাভাস বলা যাইতে পারে; অক্ষপাদের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, যে তর্ক করা যায়, তাহাকে ত্রিমূর্ত্তিহেত্বাভাস বলা যাইতে পারে; এ বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রে, লক্ষণ, জাতিকরণ, বিভাগকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিলেও, নানাপ্রকার দোষের উৎপত্তি হইতে পারে।

ছল :—কোন বিষয়ঘটিত তর্কের, বিষয় সম্বন্ধে যে সকল ভ্রম হয়, তাহাকে ছল বলে। ছল নানা প্রকার হইতে পারে; তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটীর নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। কোন একটী সাধারণ নিয়ম, কোন এক বিশেষ স্থলে ব্যবহার করিয়া, তর্ক করিলে, কখন কখন ভ্রম হইতে পারে ; যথা, "অপরের প্রাণনাশক হয় খুনী, জল্লাদ হয় অপরের প্রাণনাশক ; অতএব জল্লাদ হয় খুনী"। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে এরূপ তর্ক ভ্রমাত্মক ; কারণ প্রথম হেতুটী সকল স্থলে সত্য নহে।

২। "সুরা অধিক পান করিলে বিষের ন্যায় কার্য্য করে ; অতএব সুরা সকল সময়েই বিষের ন্যায় কার্য্য করে" ; এরূপ তর্ক ভ্রমাত্মক ; কারণ এস্থলে কোন বিশেষ অবস্থা হইতে, একটী সাধারণ নিয়ম স্থির করা হইতেছে। অতএব এই প্রকার ছল, উক্ত প্রথম প্রকার ছলের বিপরীত হইতেছে।

৩। যদি কোন বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য, কেহ এরূপ তর্ক করেন, যে ঐ সকল তর্ক হইতে যাহা স্থির হয়, তাহার সহিত যে বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকে ; তাহা হইলে, এই প্রকার তর্ককে প্রতিজ্ঞাহানি বলা যাইতে পারে ; যথা, যদি কোন দোষী ব্যক্তি, স্বদোষ ক্ষালনার্থ তর্ক করে, যে তাহার বিপক্ষও নিজের ন্যায় দোষী, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তির এই প্রকার তর্ক, প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ-যুক্ত।

৪। যখন কোন একটী যুক্তি, অপর একটী যুক্তি হইতে নিষ্পন্ন করা যায় এবং শেষোক্ত যুক্তিটী আবার প্রথমোক্ত যুক্তি হইতে নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে, এই প্রকার তর্ককে চক্রক বলে। যথা, 'ক হয় সত্য', কারণ 'খ হয় সত্য' ; এবং 'খ হয় সত্য' কারণ 'ক হয় সত্য'। এস্থলে নিগমনটী হেতু হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে এবং হেতুটী আবার নিগমন হইতে নিষ্পন্ন

হইতেছে। অতএব এরূপ তর্কের ভ্রম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কারণ এস্থলে, 'ক হয় সত্য', কারণ 'ক হয় সত্য', এইরূপ তর্ক করা হইতেছে।

৫। যে তর্কের হেতুর সহিত নিগমনের কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ তর্ককে অহেতুক বলা যাইতে পারে।

৬। কোন একটী ঘটনা আর একটী ঘটনার পরে ঘটিল, আমরা অনেক সময়ে প্রচুর প্রমণাভাবেও প্রথম ঘটনাকে শেষ ঘটনার কারণ বলিয়া স্থির করিয়া ভ্রমে পতিত হই। যথা, পূর্ব্বকালের লোকেরা ধূমকেতু বা গ্রহণের পর মড়ক প্রভৃতি কোন সাধারণ অশ্রুত ঘটনা হইলে, ধূমকেতু বা গ্রহণকে ঐরূপ ঘটনার কারণ বলিয়া স্থির করিতেন। এইরূপ তর্ককে কাক-তালীয়ন্যায় কহে।

৭। যদি কোন মাধ্যতর্কের যুক্তি এই প্রকার হয়, যে ঐ যুক্তিকে বিশ্লেষ করিলে, দুইটী কিম্বা ততোঽধিক যুক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত তর্ককে বিতর্কে পরিণত করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে, এই প্রকার মিশ্রিত যুক্তিবিশিষ্ট তর্ককে, জল্প বলা যায়। এই প্রকার মিশ্রিত যুক্তিবিশিষ্ট প্রশ্ন প্রায়ই বিচারালয়ের সাক্ষ্যদিগের প্রতি, প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। এরূপ প্রশ্নের এক অংশ সাক্ষীর স্বীকার যোগ্য, এবং অপরাংশ স্বীকারের অযোগ্য। উক্ত ন্যায়দর্শন-গ্রন্থে উহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এই শব্দের অর্থ কি, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। অভিধান মতে উহ, তর্ক, বিতর্ক এই তিনটী শব্দ পর্য্যায় শব্দ। সাধারণ ব্যবহারে দেখা যায়, যে উহ শব্দের অর্থ, অপ্রকাশিত, অব্যক্ত ইত্যাদি। উহ শব্দ উহ্ ধাতু হইতে

নিষ্পন্ন। ধাতুগণানুসারে উহ ধাতুর অর্থ তর্ক। সুতরাং ধাত্বর্থানুসারে উহ্য শব্দের অর্থ অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত হইতে পারে না। বোধ হয়, উহ ধাতুর প্রকৃত অর্থ, অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত; এবং তর্কশাস্ত্রে উহ্য শব্দের ব্যবহার থাকায়, ধাতুগণে উহ ধাতুর অর্থ, তর্ক স্থির করা হইয়াছে। সাধারণ ব্যবহারে ত্রিমূর্ত্তি তর্কে তিনটী যুক্তি ব্যবহৃত হয় না। যথা,

১। 'সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ,
অতএব কাক হয় অণ্ডজ।'

২। 'কাক হয় পক্ষী,
অতএব কাক হয় অণ্ডজ।'

৩। 'সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ,
অতএব কাক হয় পক্ষী।"

এই প্রকার আকৃতির তর্ক, প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই আকৃতির তর্ককে উহ্য বলে। এই সকল তর্কের প্রত্যেকেরই একটী যুক্তির অভাব আছে; যথা, প্রথমটীর উপনয় যুক্তির, দ্বিতীয়টীর উদাহরণ যুক্তির এবং তৃতীয়টীর নিগমন যুক্তির অভাব আছে। অতএব যে তর্কে, সকল যুক্তি ব্যক্ত থাকে না, তাহাকে উহ্য বলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে জ্ঞান হেতুতে না থাকে, নিগমনে সে জ্ঞান থাকে না। অর্থাৎ নৈগমিকতর্ক দ্বারা কোন নূতন জ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং বিষয়ঘটিত নৈগমিক-তর্কের জন্য, বিষয়ঘটিত আগমিক-তর্কের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু বিষয় অসংখ্য বলিলেও বলা যায় এবং বিষয়-জ্ঞানের অবস্থার এবং সীমার স্থিরতা নাই; অতএব কোন একটী শাস্ত্র, সকল বিষয়কে

আপন অধীনে আনিতে পারে না; এবং উহাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞানের সীমা ও করিতে পারে না। অতএব আগমিক-ন্যায়ের অধিকার, আগমনের সাধারণ নিয়ম ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচ্য হইতে পারে না। সুতরাং আগমিক-ন্যায়ও অবচ্ছিন্ন। কিন্তু অনবচ্ছিন্ন-জ্ঞান ভিন্ন অবচ্ছিন্ন-জ্ঞান হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিষয়-জ্ঞান, আগমশাস্ত্র শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়।

দর্শন ব্যতীত কোন বিষয়ে জ্ঞান হয় না। সুতরাং যাহাতে যথার্থ দর্শন হয় এবং যাহাতে দর্শনের ভ্রম না হয়, তাহার উপায় নিরূপণ করিবার জন্য, দার্শনিকেরা যত্ন করিতেছেন। এই উপায়গুলির সাধারণ নাম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যত বৃদ্ধি হইতেছে, তত যন্ত্রের উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই; সুতরাং যন্ত্রও নাই; এবং যন্ত্রের অভাবে যথার্থ দর্শন হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাধীন করিয়া দর্শন করাকে পরীক্ষা বলে। সকল পরীক্ষা ইচ্ছাক্রমে করা যায় না। যেহেতু স্বাভাবিক ঘটনার অনুরূপ কৃত্রিম ঘটনা উৎপন্ন করা, সকল বিষয়ে সম্ভব নহে। যেহেতু মনুষ্যের জ্ঞান এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায় অতি অল্প।

জগৎ দর্শন করিলে, ইহাকে আকস্মিক বোধ হয় না; নিয়মাধীন বোধ হয়। বিশেষ বিশেষ বিষয় ঘটিত নিয়ম আবিষ্কার করা, বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিকের অধিকার। নিয়ম নিত্য ব্যতীত অনিত্য হয় না। যেহেতু অনিত্যবিষয়ের নিয়ম অসম্ভব। এই নিমিত্ত স্বভাবের নিত্যতার বিশ্বাসের উপর, আগমশাস্ত্র স্থাপিত। এই বিশ্বাসটী মনুষ্যের নৈসর্গিক। নৈসর্গিক

ন্যায়ে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয়বিধ নিয়মই, ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, রাজ্যরক্ষার জন্য রাজকীয় নিয়ম সকল, সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক নিয়ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্চ্চনা প্রভৃতি নিয়মগুলি, কৃত্রিম নিয়মের দৃষ্টান্ত। এই সকল নিয়ম, মনুষ্যের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় না।

প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা, অন্যান্য বস্তুর অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ নহে। যদি পৃথক্ হইত, তাহা হইলে, কোন নিয়ম স্থির করা যাইতে পারিত না। দেখা যায়, যে বস্তু সকল পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ নহে। তাহাদিগের মধ্যে ন্যূনাধিক সাদৃশ্য আছে এবং সদৃশ বস্তু ন্যূনাধিক তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট। এই নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকেরা, বস্তু সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, শ্রেণীর অন্তর্গত একটী কিম্বা একাধিক বস্তুর ধর্ম্ম নিরূপণ করতঃ, উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত সকল বস্তু, ঐ ধর্ম্মবিশিষ্ট স্থির করিয়া থাকেন। সুতরাং আগমিক তর্কের আগমন, নিম্ন প্রকারে উদ্ভূত হইতেছে। যথা,—

'এই ক হয় খ,
এই সকল ক হয় খ,
স্বভাব নিত্য,
অতএব সকল ক হয় খ।'

শ্রেণীবদ্ধ করাকে জাতিকরণ বা সামান্যাধিকরণ কহে। পূর্ব্বে জাতিকরণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। জাতিজ্ঞান কেবল অন্বয়ী পরীক্ষা হইতে উদ্ভাবিত হয়। দুইটী বস্তু, সকল অবস্থাতে একত্র থাকে কি না, তাহা দর্শন করার নাম অন্বয়ীপরীক্ষা।

অন্বয়ী পরীক্ষার জন্ত ব্যতিরেকী পরীক্ষা আবশুক। বস্তুর সকল অবস্থা নিরূপণ করিয়া, ক্রমে তাহাদের এক একটীকে অন্তর করিয়া, তাহার ফল দর্শন করার নাম, ব্যতিরেকী পরীক্ষা। অন্বয়ী এবং ব্যতিরেকী, এই উভয়বিধ পরীক্ষার ফল দর্শনে কার্য্যকারণ বা কৃত্যজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যথা, যে স্থানে দেখা যায়, যে ক এবং খ থাকিলে, গ থাকে; কিন্তু ক কিম্বা খ ইহাদের একটীর অভাব হইলে, গ থাকে না; তাহা হইলে, ক এবং খ এর কার্য্য গ, এবং গ এর কারণ ক এবং খ, এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

অন্বয়ী এবং ব্যতিরেকী পরীক্ষার জন্ত, বিভাগ এবং সংযোগ আবশুক। বিভাগ এবং সংযোগ, বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকার।

সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থে, জাতি, পরীক্ষা, অন্বয়ী, ব্যতিরেকী, বিভাগ, সংযোগ, ধর্ম্ম প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের উল্লেখ মাত্র আছে। এই সকল শব্দ দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, যে কোন সময়ে ভারতবর্ষে আগমিক ন্যায়শাস্ত্র ছিল। কিন্তু এই কয়েকটী শব্দ অধিকৃত করিয়া, ভারতবর্ষীয় আগমিক ন্যায় শাস্ত্রের উদ্ধার করা অসম্ভব; এবং ইহা চেষ্টা করিলেও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে, ক্রম-পূর্ব্বক আগমনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে না; যেহেতু ভারতবর্ষীয় সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র বিনষ্ট হইয়াছে। জ্যোতিষের প্রায় সকল বচনগুলি আগমিক তর্কের ফল। কিন্তু কি প্রকার দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা, এবং কি উপায় দ্বারা, এবং কি প্রকারে কল্পনা করিয়া, ঐ সকল আগমন করা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। রাসায়নিক সংযোগ ও বিভাগের নাম মাত্র আছে। নিদান ও ভৈষজ্য শাস্ত্রের

প্রায় অধিকাংশ বচন, আগমিক তর্কের ফল। কিন্তু এই আগমনগুলি কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সংস্কৃতগ্রন্থ দ্বারা কোন বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জ্জন করা যায় না।

ন্যায়দর্শন অলৌকিক শাস্ত্র নহে। কেবল স্বভাবদর্শন দ্বারা এই শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ব্যতীত ন্যায়দর্শন রচনা সম্ভব নহে। মার্গদেশী-সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ইংরাজি প্রবন্ধে, বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে এক সময়ে ভারতবর্ষে অতিশয় উন্নত বিজ্ঞান ছিল; সুতরাং তৎকালে উন্নত ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করা, ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। ন্যায়সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থও আছে। এই গ্রন্থগুলি, কোন বৈজ্ঞানিকদ্বারা প্রণীত কি না, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে নৈগমিক ন্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয় তর্ক। তর্ক শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই। পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন কৃত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের বাঙ্গালা অনুবাদে, তর্ক শব্দ সম্বন্ধে লেখা আছে; যথা, 'আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে, যথা "যদ্যয়ং মনুষ্যঃ স্যাৎ, করচরণাদিমান্ স্যাৎ" অর্থাৎ যদি ইহা মনুষ্য হইত, তবে অবশ্য ইহার হস্ত পদাদি থাকিত; ইত্যাদি আপত্তি।'

কল্যাণ-মঞ্জুষার গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন; "জ্ঞান দুই প্রকার; প্রথম যথার্থ, দ্বিতীয় অযথার্থ জ্ঞান; তন্মধ্যে অযথার্থ জ্ঞান তিনভাগে বিভক্ত; সংশয়, বিপর্য্যয়, তর্ক।"

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থের প্রথম বচনে উল্লিখিত, ষোড়শ পদার্থের একটী পদার্থ, তর্ক। উক্ত গ্রন্থানুসারে, উক্ত ষোড়শ

পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়। মিথ্যা জ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান, এবং মিথ্যা জ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স্ লাভ, এই প্রকার বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত। সুতরাং কল্যাণ-মঞ্জুষার গ্রন্থকর্ত্তার তর্ক শব্দের অর্থ, আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়, তর্ক শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা ন্যায়দর্শন গ্রন্থের তর্ক শব্দের অর্থের সহিত ঐক্য হয় না। যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা যে অর্থে তর্ক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে অর্থের সহিত ও তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়ের প্রদত্ত তর্ক শব্দের অর্থের ঐক্য নাই। এই নিমিত্ত তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়ের সহিত, আমরা ঐক্য হইতে পারি না। সাধারণ লোকে এ প্রকার বলিয়া থাকেন, যে "এই এই অবস্থা হইয়াছে, তর্কের দ্বারা স্থির কর, কি হইবার সম্ভাবনা।" অর্থাৎ কোন হেতু হইতে কি ফল হইতে পারে, তাহা স্থির করাকে যে তর্ক বলে, তাহা এই সাধারণ ব্যবহারে প্রকাশ পায়।

উক্ত ন্যায়দর্শনগ্রন্থে তর্ক* শব্দ সম্বন্ধে লেখা আছে, "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।"

ন্যায়দর্শন-গ্রন্থের উল্লিখিত বচনানুসারে, অজ্ঞাত বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত একটী উপায় তর্ক এবং ঐ উপায়টী কারণোপপত্তিতঃ ঊহঃ। যেরূপ ঐ বাক্যটী আছে, তদ্দ্বারা স্থির করা যায় না, যে কারণোপপত্তিতঃ, এই পদের সহিত তত্ত্বজ্ঞান কিম্বা ঊহ এই দুই পদের মধ্যে কোন্ পদের অন্বয়। তত্ত্বজ্ঞান শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কারণোপপত্তিতঃ, এই পদের সহিত, তত্ত্বজ্ঞান এই পদের অন্বয়

করা যায় না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের কারণোপপত্তিতঃ তত্ত্বজ্ঞান এবং কারণানুপপত্তিতঃ তত্ত্বজ্ঞান এই প্রকার বিভাগ, কোন শাস্ত্রেই দেখা যায় না এবং সামান্য বুদ্ধিতেও এরূপ বিভাগ কল্পনা করা যায় না। এই নিমিত্ত আমরা স্থির করিতেছি, যে কারণোপপত্তিতঃ, এই পদের সহিত, উহ এই পদের অন্বয় হইতেছে। উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে উহ শব্দের অর্থ লেখা নাই এবং অভিধানে দেখা যায়, যে তর্ক, বিতর্ক এবং উহ পর্য্যায়-শব্দ। সুতরাং উক্ত বচন দ্বারা তর্ক শব্দের অর্থ স্থির করা যায় না। উহ ধাতু হইতে উহ শব্দ নিষ্পন্ন। উহ শব্দের প্রচলিত অর্থ, অপ্রকাশিত, উৎক্ষিপ্ত ইত্যাদি। বোধ হয়, 'কারণোপপত্তিতঃ উহস্তর্কঃ', এই বাক্য, 'কারণানুপপত্তিতঃ তর্কঃ উহঃ' এই বাক্য হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে তর্কের কোন যুক্তি অপ্রকাশিত থাকিলে, তাহাকে উহ বলে। আমরা উহ শব্দের যে অর্থ করিয়াছি, সেই অর্থটী, 'কারণানুপপত্তিতঃ তর্কঃ উহঃ', এই বাক্যের সহিত সঙ্গত হইতেছে। বোধ হয়, উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থকর্ত্তা, তর্কের লক্ষণ পান নাই; কিন্তু উহের লক্ষণ পাইয়াছিলেন। এবং উহের লক্ষণ হইতে, তর্কের লক্ষণ রচনা করিয়াছেন। উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থকর্ত্তার অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, তর্ক শব্দের, পরিবর্ত্তে ক চিহ্ন, কারণ শব্দের পরিবর্ত্তে খ, উহ শব্দের পরিবর্ত্তে গ চিহ্ন, উপপত্তিতঃ শব্দের পরিবর্ত্তে (+) চিহ্ন, এবং অনুপপত্তিতঃ শব্দের পরিবর্ত্তে (-) চিহ্ন ব্যবহার করিলে, 'কারণানুপপত্তিতঃ তর্কঃ উহঃ'? এই বাক্যটী চিহ্ন দ্বারা

নিম্নপ্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে; যথা, ক—খ=গ। এই সমীকরণ হইতে, ক=খ+গ, এই সমীকরণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, 'তর্ক হয় কারণোপপত্তিতঃ উহ'; অর্থাৎ, 'কারণোপপত্তিতঃ উহস্তর্কঃ'।

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে লেখা আছে, যে "প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ"। কিন্তু এই সকল শব্দের অর্থ কি, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, কোন দৃষ্টান্ত নাই। জগদীশ এই সকল শব্দের অর্থ, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্,
ধূমাৎ,
যো যো বহ্নিমান্ স স ধূমবান্ যথা মহানসং,
বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং,
তস্মাৎ বহ্নিমান্।"

জগদীশের মতানুসারে, উল্লিখিত পাঁচটী বাক্যের মধ্যে, প্রথমটীর নাম প্রতিজ্ঞা; দ্বিতীয়টীর নাম হেতু; তৃতীয়টীর নাম উদাহরণ এবং এই উদাহরণের অন্তর্গত, 'যথা মহানসং', এই অংশটীর নাম দৃষ্টান্ত; চতুর্থটীর নাম উপনয় এবং পঞ্চমটীর নাম নিগমন। এই বচনে, 'তস্মাৎ' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, 'যস্মাৎ' উহ্য রহিয়াছে। এই উহ্য 'যস্মাৎ' শব্দের অধ্যাহার করিবার স্থান দুইটী আছে। "যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্" এবং "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং" এই দুই বাক্যের পূর্ব্বে, কেবল 'যস্মাৎ' শব্দের অধ্যাহার করা যাইতে পারে। 'যথা' শব্দের ব্যবহারে স্থির হইতেছে, যে 'তথা' শব্দ উহ্য আছে। এই উহ্য

'তথা' শব্দ অধ্যাহার করিবার স্থান একটী মাত্র আছে। 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', এই বাক্যের পূর্ব্বে, 'তথা' শব্দের অধ্যাহার করা যাইতে পারে। সুতরাং 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', এই বাক্যটী নিম্ন আকৃতিতে পরিণত হইতেছে; যথা, 'যথা মহানসং তথা যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্'। 'যথা মহানসং' ইহা একটী যুক্তি নহে। এই বাক্যটী উহ্য। এই বাক্যের অভিপ্রায় 'যথা ধূমবন্মহানসং বহ্নিমন্মহানসং'। 'যথা ধূমবন্মহানসং বহ্নিমন্মহানসং', এই যুক্তি হইতে, 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', এরূপ যুক্তি করা যাইতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, যে 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', এই অংশটী দুইটী কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে। এই অংশটী, "যথা ধূমবন্মহানসং বহ্নিমন্মহানসং", এই বাক্যের সম্বন্ধে ফল হইতেছে; এবং 'তস্মাৎ অয়ং বহ্নিমান্, এই বাক্যের সম্বন্ধে হেতু হইতেছে; অতএব উক্ত সমুদয় তর্কটী নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত হইতেছে; যথা,

১ম। যথা ধূমবন্মহানসং বহ্নিমন্মহানসং,
তথা যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্।

২য়। 'যস্মাৎ যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্,
যস্মাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং,
তস্মাৎ অয়ং বহ্নিমান্।'

৩য়। পর্ব্বতো বহ্নিমান্,
ধূমাৎ।

"বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং", এই প্রকার বাক্য হইতে পারে

না। এই বাক্যের অভিপ্রায়, 'অয়ং চ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্'। 'অয়ং চ ধূমবান্', এই বাক্য হইতে, 'তস্মাৎ অয়ং বহ্নিমান্' এরূপ বাক্য নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে না। 'যস্মাৎ পর্ব্বতো ধূমবান্, তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্', এবং 'যস্মাৎ অয়ং চ ধূমবান্, তস্মাৎ অয়ং বহ্নিমান্', এই বাক্যদ্বয় একই।

অতএব দেখা যাইতেছে, উক্ত তর্কের প্রথম ভাগটী দোষাশ্রিত-আগমিক তর্ক, দ্বিতীয় ভাগটী দোষাশ্রিত-নৈগমিক তর্ক। তৃতীয় অংশটী কি, তাহা এক্ষণে স্থির করা কর্ত্তব্য। এই অংশটীর মর্ম্ম, দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহাকে দোষাশ্রিত উহ্য বলা যাইতে পারে। 'ধূমাৎ' এই বাক্যের অভিপ্রায়, 'যস্মাৎ পর্ব্বতো ধূমবান্'; এবং 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' এই বাক্যের অভিপ্রায় 'তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্' বলা যাইতে পারে এবং 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্' এই অংশটী উক্ত তর্কের উহ্য অংশ হইবে। অতএব এই ৩য় অংশটীর মর্ম্ম নিম্ন প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে; যথা,

> "যস্মাৎ যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্,
> যস্মাৎ পর্ব্বতো ধূমবান্,
> তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্।"

দেখা যাইতেছে, যে এই বাক্যটী এবং উপরোক্ত ২য় অংশটী একই হইতেছে। সুতরাং ৩য় অংশটীকে উহ্য বিবেচনা করা অসঙ্গত।

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে লেখা আছে যে "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" এবং "হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্"। এই দুইটী লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, যে প্রতিজ্ঞা ও

নিগমন দুইটী স্বতন্ত্র অবয়ব নহে। একটী অবয়বের পুনর্ব্বচন হইতে, আর একটী স্বতন্ত্র অবয়ব হইতে পারে না। দ্বিতীয় বচনের অর্থ, হেতুর ব্যপদেশে প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তির নাম নিগমন। উক্ত বাক্যের কোন্ অংশটী হেতু? 'ধূমাৎ' এই বাক্যটী ব্যপদেশে নিগমন নিষ্পন্ন হইতেছে; অথবা, যো যো 'ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', এবং 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং' এই দুইটী বাক্য ব্যপদেশে নিগমন নিষ্পন্ন হইতেছে। কেহই বলিতে পারেন না, যে 'ধূমাৎ', এই বাক্য ব্যপদেশে, 'তস্মাৎ বহ্নিমান্' এই নিগমন নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্' এবং 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং', এই দুইটী বাক্য ব্যপদেশে, 'তস্মাৎ বহ্নিমান্', এই নিগমন নিষ্পন্ন হইতেছে। অতএব উদাহরণ এবং উপনয় হেতু হইল; এবং 'ধূমাৎ' এই অংশের সহিত, 'তস্মাৎ বহ্নিমান্', এই নিগমনের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে 'ধূমাৎ' এই বাক্যটী কাহার হেতু হইবে? এই বাক্যটী, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্', এই বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের হেতু হইতে পারে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ', এই বাক্য যে জ্ঞান প্রকাশ করে, সেই জ্ঞানের সহিত, উক্ত তর্কের অপর দুইটী ভাগ যে জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহার সহিত সম্বন্ধ নাই। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ', এই বাক্যের প্রতিপাদ্য জ্ঞানের, মূল কি? মনুষ্য এবং পশু পক্ষী প্রভৃতির একটী স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, যদ্দ্বারা দুইটী বস্তুর সংসর্গ জ্ঞান হইতে, উহাদিগের মধ্যে একটী বস্তু দর্শনে, অপর বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান হয়। এই মনোবৃত্তি প্রভাবে, আমরা কাক ডাকিলে নিশি প্রভাত হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া থাকি; কোন বাটীতে শঙ্খধ্বনি হইলে,

তথায় কোন মঙ্গল ঘটনা হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া থাকি এবং ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে, অমঙ্গল ঘটনা নিশ্চয় করিয়া থাকি।

এই মনোবৃত্তি প্রভাবে, ধূম এবং বহ্নির সংসর্গ জ্ঞান হইল। ধূম দেখিলে, বহ্নির অস্তিত্ব জ্ঞান এবং বহ্নি দেখিলে ধূমের অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। এই মনোবৃত্তিকে প্রতিজ্ঞা বলে এবং এই মনোবৃত্তির ফলকে প্রতিজ্ঞান কহে। প্রতিজ্ঞা শব্দের ধাত্বর্থ, জ্ঞানান্তরিত জ্ঞান। এই প্রতিজ্ঞা নামক মনো-বৃত্তি প্রভাবে, "ঘরপোড়াগরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়"। অতএব মহানসের ব্যাপার দর্শনে, ধূম ও বহ্নির সংসর্গজ্ঞান হইলে, ঐ জ্ঞানের প্রভাবে পশ্চাৎ ধূম দর্শনে, বহ্নির অস্তিত্বের কল্পনা, এই প্রতিজ্ঞা নামক মনোবৃত্তিপ্রভাবে হইয়া থাকে। এই জ্ঞান আগমিক ও নৈগমিক তর্কের ফল নহে। অতএব স্থির হইতেছে, যে উল্লিখিত ন্যায়বচনের প্রতিপাদ্য তিনটী পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান; যথা,

১ম। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ", এই বাক্যের প্রতিপাদ্য জ্ঞান প্রতিজ্ঞান।

২য়। 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্ যথা মহানসং', এই বাক্যের প্রতিপাদ্য আগমিক তর্কের জ্ঞান।

৩য়। 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্,
বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং,
তস্মাৎ বহ্নিমান্।'

এই বাক্যের প্রতিপাদ্য নৈগমিক তর্কের জ্ঞান। উক্ত ন্যায়বচনটী জগদীশ রচিত নহে; এবং উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। সকল নব্য নৈয়ায়িকেরাই এই বাক্য

ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হয়, এই বাক্যটী প্রাচীন অধ্যাপক পরম্পরার শিক্ষা হইতে প্রাপ্ত।

পরে বিদিত হইবে, যে যে সকল বিষয়, উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে নাই, এরূপ অনেক বিষয় নব্য ন্যায়গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। অতএব স্থির হইতেছে, যে ন্যায়সম্বন্ধীয় নব্য গ্রন্থ সকলের মূল, কেবল উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থ নহে। অতএব স্থির হইতেছে, যে উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থের পূর্ব্বে অপর ন্যায়গ্রন্থ ছিল; কিন্তু তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে, এবং অধ্যাপক পরম্পরার শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান, নব্য ন্যায়গ্রন্থ সকলের মূল। বোধ হয়, কোন সময়ে কোন গ্রন্থকর্ত্তা স্থির করিয়াছিলেন, যে মহানসের ধূম ও বহ্নি দর্শনজনিত জ্ঞান প্রভাবে, পর্ব্বতাদি স্থানে ধূমদর্শনে বহ্নিজ্ঞান, নৈসর্গিক তর্কের ফল; এবং কোন মহাত্মা ঐ গ্রন্থকর্ত্তার এই আশ্চর্য্য ভ্রম দেখিয়া, একখানি ন্যায়দর্শন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে উক্ত মহাত্মা, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি বাক্যের এবং 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়', এই বাক্যের মর্ম্ম প্রদর্শন করতঃ, প্রতিজ্ঞান ন্যায়দর্শনের মূল নহে, কিন্তু চিন্তা ন্যায়দর্শনের মূল, ইহা প্রদর্শন করেন। 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়', এই বাক্যটী গোতম। গোতম শব্দের অর্থ গরুর গ্লানি। উক্ত মহাত্মা এই গোতমকে অধিকৃত করিয়া; বিস্তারিতরূপে ন্যায়দর্শন গ্রন্থ প্রণয়ন করায়, ঐ গ্রন্থকে লোকে গোতমসূত্র বলিত এবং উক্ত গ্রন্থকে লোকে কেন গোতমসূত্র বলিত, তাহার যথার্থ কারণ পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা স্থির করিতে না পারিয়া, বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে ঐ গ্রন্থকর্ত্তার নাম গোতম; এবং তজ্জন্য তাঁহার

কৃত গ্রন্থকে গোতমসূত্র বলে। গোতম শব্দটী পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে পাওয়া যায় এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদির মতে গোতম, ন্যায়-প্রণেতা; এবং তাঁহার কৃত গ্রন্থ বেদাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং 'শৃগালযোনি প্রাপ্তিসাধক'। এই জন্য উক্ত ন্যায়প্রণেতার আর একটী নাম 'ধর্ম্মকেতু' হইয়াছিল। 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়', এই বাক্যটী একটী প্রবাদ হওয়ার হেতু, উক্ত গোতমসূত্র নামক গ্রন্থ। পরে বিদিত হইবে, যে এই গ্রন্থখানি এক্ষণে ভারতবর্ষে নাই এবং উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থখানি গোতমসূত্র নহে।

'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং' ইহা একটী যুক্তি নহে। ইহাতে দুইটী যুক্তি আছে; যথা 'বহ্নেঃ ব্যাপ্য ধূমঃ' এবং 'অয়ং ধূমবান্'। ধূম, বহ্নিব্যাপ্য নহে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নাই। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ জ্ঞান, জাতিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়। যথা, পক্ষী এবং কাক এই দুই জাতির মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে। কাক জাতি সম্বন্ধে পক্ষী জাতি পরাজাতি। কিন্তু বহ্নি সম্বন্ধে ধূম অপরাজাতি নহে। যেহেতু বহ্নির কোন ধর্ম্ম, ধূমে নাই। ধূম ও বহ্নির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কারণ কাষ্ঠ এবং বহ্নির সংযোগে একপ্রকার ধূম উৎপন্ন হয়। সুতরাং 'ধূমবান্ বহ্নিমান্', এই বাক্যের মর্ম্ম, 'কার্য্যবান্ কারণবান্'। 'কার্য্যবান্ কারণবান্', ইহা বস্তুতঃ মিথ্যা। কারণ কার্য্য ও কারণ একস্থানে না থাকিতে পারে; যথা, ধূমপান করিবার সময় মুখে ধূম থাকে; একটী পাত্রের মধ্যে তৈল থাকিতে পারে, কিন্তু পাত্রের মধ্যে শর্ষিষা, পেষণযন্ত্র প্রভৃতি থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে যে ব্যক্তি উক্ত

বাক্যটী কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ন্যায়শাস্ত্র বা বিষয়-জ্ঞান ছিল না।

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে নিম্ন বাক্যটী আছে; যথা, "সর্ব্বা-গ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ"। উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থ অনুসারে, অবয়বী শব্দের অর্থ, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বসংযুক্ত বাক্য। অতএব উক্ত বচনের অর্থ, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব সংযুক্ত বাক্য অসিদ্ধ হইলেই সকলই অগ্রাহ্য। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব অসিদ্ধ না হইলে, অবয়বী অসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অসিদ্ধ অবয়বীর পঞ্চ অবয়ব, বা তাহাদের মধ্যে কোন একটী, অবশ্য অসিদ্ধ হইবে। "প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব অসিদ্ধ", এই বাক্যের অর্থ কি? উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থ অনুসারে, অবয়বের আকৃতি যুক্তি। যুক্তি কেবল দুই প্রকারে অসিদ্ধ হইতে পারে; যথা,

১ম। যদি যুক্তির দেশের স্থানে রূপ এবং রূপের স্থানে দেশ ব্যবহৃত হয়।

২য়। যদি যুক্তি বস্তুতঃ মিথ্যা হয়।

এই উভয়, বিষয় বিজ্ঞান ভিন্ন স্থির হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে যদি তার্কিককে বিষয়জ্ঞান দ্বারা তর্কের সিদ্ধাসিদ্ধতা স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, কেহই তার্কিক হইতে পারে না। সুতরাং যদি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যকে অবয়ব বলা যায়, তাহা হইলে, বোধ হয়, কোন তার্কিক সিদ্ধা-সিদ্ধ অবয়বী নিরূপণ করিতে পারেন না।

অবয়বী অসিদ্ধ হইলে সকল অগ্রাহ্য। এই বাক্যেরই বা অর্থ কি? এই বাক্য দ্বারা সূচিত হইতেছে, যে অবয়বী ভিন্ন

অন্য বস্তু আছে ; এবং অবয়বী অসিদ্ধ হইলে, এই অন্য বস্তু অগ্রাহ্য। এই অন্য বস্তু কি? অবয়বে যে বস্তু নাই, তাহা তর্কের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থানুসারে, অবয়ব এবং অবয়বী শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, উক্ত বচনের অর্থ হইতে পারে না। কিন্তু অবয়ব এবং অবয়বী শব্দের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি, সেই অর্থ গ্রহণ করিলে, উক্ত বচনের অর্থ করা যাইতে পারে এবং এই অর্থ গ্রহণ না করিলে, বোধ হয়, উক্ত বচনের কোন প্রকারেই অর্থ করা যাইতে পারে না।

ন্যায়দর্শন গ্রন্থে লেখা আছে, যে জাতি ২৪শ প্রকার। জাতি শব্দের সাধারণ অর্থ, বস্তু শ্রেণী। জাতি শব্দ, জন ধাতু হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যের জাতিজ্ঞান প্রথমতঃ জন্মদর্শন হইতে উদ্ভাবিত হয়। উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে, জাতি শব্দের যে লক্ষণ আছে, তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে। কারণ উক্ত জাতি লক্ষণ এই :—সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থে বলিয়াছেন :—"অসদুত্তরকে অর্থাৎ বাদি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত মতদূষণে অসমর্থ অথবা নিজমতের হানিজনক যে উত্তর, তাহাকে জাতি কহে। জাতি পদার্থ ২৪শ প্রকার ; সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম ইত্যাদি।"

সাধর্ম্ম্য এই শব্দ দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে জাতিজ্ঞান সমান ধর্ম্ম দর্শনে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জাতি শব্দের অর্থ, বস্তু শ্রেণী। ন্যায়দর্শন গ্রন্থের উক্ত বচন এবং তদনুসারে সাধর্ম্ম্যসম প্রভৃতি ২৪শ প্রকার জাতি দৃষ্টি করিয়া, মাধবাচার্য্য কিম্বা তর্ক পঞ্চানন

মহাশয় জাতি শব্দের উক্ত অর্থ কি প্রকারে করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। জাতিকরণ বৈজ্ঞানিকের অধিকার; এবং জাতি কত প্রকার হইতে পারে তাহা স্থির করা যায় না; যেহেতু বৈজ্ঞানিকেরা স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে জাতি করিয়া থাকেন। জাতি যে ২৪শ প্রকার ভিন্ন নাই, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। ২৪টী সংখ্যা কেবল সিদ্ধ অবয়বীর আছে। অতএব স্থির হইতেছে, যে কোন নব্য পণ্ডিতের অবয়বী শব্দের অর্থ জ্ঞান না থাকায়, ২৪শ প্রকার অবয়বী অসম্ভব বোধ করিয়া, জাতির সংখ্যা ২৪শ প্রকার স্থির করতঃ জাতিকে সাধর্ম্ম্য প্রভৃতি ২৪শ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় তর্কের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন বাক্যটী দিয়াছেন; যথা, "যদ্যয়ং মনুষ্যঃ স্যাৎ করচরণাদিমান্ স্যাৎ": অর্থাৎ যদি ইহা মনুষ্য হইত, তবে অবশ্য ইহার হস্তপদাদি থাকিত। এই বাক্যটী উহ মাত্র। ইহাকে অধ্যাহার করিলে, নিম্ন বাক্যে পরিণত হয়; যথা,—

"মনুষ্য হয় করচরণ-বিশিষ্ট,
ইহা নহে করচরণ-বিশিষ্ট,
অতএব ইহা নহে মনুষ্য।"

ইহাই তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাক্যের তাৎপর্য্য। অতএব দেখা যাইতেছে, যে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কিছু মাত্র ন্যায়-শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল না।

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে লেখা আছে, যে

'তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।'

'সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ।'

'সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ।'

'সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ।'

তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন ;—

"অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে ; যথা, কি হইলে মুক্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে 'তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা, তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, এইরূপ নিশ্চয় করা। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার ; সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ আর অভ্যুপগম। যে বিষয় সকল শাস্ত্রেরই স্বীকৃত হইয়াছে, এমত বিষয়ের স্বীকারকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে ; যেমন পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ ও পরের দ্বেষ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য ; আর দীনের প্রতি দয়া, পরগুণে সন্তোষ ও পরোপকার, প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি স্বীকার করা। যে বিষয় শাস্ত্রান্তর সম্মত নহে, এতদ্বিষয়ের স্বকীয় শাস্ত্রে স্বীকারকে প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত কহে ; যথা, বৈশেষিকদর্শনকর্ত্তার বিশেষ পদার্থ স্বীকার।"

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে সিদ্ধান্ত শব্দের লক্ষণ নাই। অথচ সিদ্ধান্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন যে, "অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে" ; এবং সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তের স্বরূপ বলিয়াছেন, যে পরধনাপহরণ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করা। যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, এই বাক্যটী কি ? ইহা কি সিদ্ধান্ত নহে? যদি ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, ইহার বিষয় অনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক ; এবং ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য কোন শাস্ত্রের আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তটী কোন্ শাস্ত্র অনুসারে হইয়াছে ? যে

শাস্ত্রে লেখা আছে, যে পরধনাপহরণ করা অকর্ত্তব্য, সেই শাস্ত্রকর্ত্তা, কোন্ শাস্ত্র অনুসারে, এই সিদ্ধান্ত করিলেন? এবং এই বাক্যের অনিশ্চিত বিষয়ই বা কি আছে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে দৃষ্টান্ত এবং স্বভাবের নিত্যতা জ্ঞান হইতে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে ; যথা,—

১। এই পক্ষী হয় অণ্ডজ,

২। যে সকল পক্ষী দেখা হইল তাহারা সকলই অণ্ডজ,

৩। স্বভাব নিত্য,

৪। অতএব সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ।

উক্ত বাক্যের ১ম ও ২য় যুক্তি দৃষ্টান্ত, এবং ৪র্থ যুক্তি সিদ্ধান্ত। এই বাক্যের কোন্ বিষয়টী অনিশ্চিত আছে? দৃষ্টান্তগুলি অনিশ্চিত নহে ; কারণ তাহারা দৃষ্ট পদার্থ। যখন দৃষ্ট বিষয় হইতে সিদ্ধান্ত করা হইতেছে, তখন সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত নহে ; এবং যে ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করেন, তিনি কি কোন শাস্ত্র অনুসারে ইহা করিয়া থাকেন? দৃষ্টান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি, দৃষ্ট হইয়াছে অন্ত যাহার। অন্ত শব্দের অর্থ শেষ। যথা, "এই পক্ষী হয় অণ্ডজ", এই বাক্যের 'এই পক্ষী' এবং 'অণ্ডজ' দুইটী অন্ত। ইহারা দর্শনের বিষয়। অতএব এই বাক্যটীকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। সিদ্ধান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি, সিদ্ধ হইয়াছে অন্ত যাহার ; যথা, 'সকল পক্ষী হয় অণ্ডজ', এই বাক্যের 'সকল পক্ষী' এবং 'অণ্ডজ' এই দুইটী অন্ত। এই দুইটী অন্ত দর্শনের বিষয় নহে। কারণ কেহই সকল পক্ষী দেখিতে পান না এবং সকল পক্ষী যে অণ্ডজ ইহাও দেখিতে পান না ; সুতরাং এই বাক্যটী কেবল কল্পনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই বাক্যকে সিদ্ধান্ত বলা যায়।

দৃষ্টান্ত এবং সিদ্ধান্ত এই দুইটী আগম শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ। সিদ্ধান্ত কেবল সম্ভবপর। ইহা সত্য হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। সকল সিদ্ধান্তই জগতের বর্ত্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়া থাকে। জগতের অবস্থা, বহুকাল পূর্ব্বে কি ছিল এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং নিগম শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

এই নিমিত্ত আমরা সিদ্ধান্ত শব্দের পরিবর্ত্তে যুক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। যুক্তি শব্দ অপ্রচলিত নহে। কারণ সামান্য বাঙ্গালা গীতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়; যথা, বিখ্যাত বাবু আশুতোষ দেব নিম্ন গীতটী রচনা করিয়াছেন;—

> "ওমা তারিণী কে আর তারিবে তোমা বৈ।
> কৃপা করি পদ তরী দেমা ভবে পার হৈ॥
> আগমে নিগমে যুক্তি, আশুতোষের এই উক্তি।
> আছে শক্তি দিতে মুক্তি, তাই মা তোমারে কই॥"

এই গীতে, তারিণীর আছে শক্তি দিতে মুক্তি, এই শিববাক্যটী যুক্তি। যাহা হউক, যুক্তি শব্দ দ্বারা দুইটী শব্দের যোগ এবং তদুৎপন্ন বাক্যটী স্বীকৃত, এই মাত্র বুঝায়।

আমরা বলিয়াছি, যে নৈগমিক তর্কের নিয়মাদি, কল্পিত দেশ ও রূপের সংযোগ করতঃ, যুক্তি রচনা করিয়া, স্থির করা যাইতে পারে; এবং তজ্জন্য নিরর্থক মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত যুক্তি শব্দ ব্যবহার সঙ্গত হইতেছে। সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত এবং প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, এই দুইটী শব্দের যে

অর্থ, উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে কিম্বা তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অনুবাদ গ্রন্থে আছে, তাহা যে কি পর্য্যন্ত অসঙ্গত তাহা বলা যায় না। ন্যায়দর্শন কি অন্য সকল শাস্ত্রের সংগ্রহ? কিম্বা কোন শাস্ত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই, তাহা কি ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারে না? কিম্বা ন্যায়শাস্ত্র কি কেবল অন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি অনুশীলন করে? যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ কি? 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', ইহা সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। কারণ এই বাক্য দ্বারা বলা হইতেছে, যে সকল ধূমবান্ বহ্নিমান্। যদি কিঞ্চিৎ ধূমবান্ বহ্নিমান্, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে, এই সিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত হইবে।

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে, 'ব্যাপ্তিসম', এই শব্দটী আছে। কিন্তু ব্যাপ্তি পদার্থ কি, তাহার কোন উল্লেখ নাই। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ব্যাপ্তি শব্দ সম্বন্ধে লেখা আছে; যথা, "সাধ্যবদন্যা-বৃত্তিত্বং। যথা অগ্ন্যভাবস্থানে ধূমস্যাবর্ত্তমানত্বং। ইয়ং অন্বয়ব্যাপ্তিঃ। অস্যা জ্ঞানং প্রতি ব্যভিচারজ্ঞানাভাবঃ সহচার জ্ঞানঞ্চ কারণং। এবং সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূতাভাব প্রতি-যোগিত্বং। ইয়ং ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ। অস্যা জ্ঞানং প্রতি সাধ্যাভাব এবং হেত্বভাবস্য সহচারজ্ঞানং ব্যভিচারজ্ঞানাভাবশ্চ কারণং তত্র প্রমাণং। ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা॥ সাধ্যেন হেতোরৈ-কাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে। ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচার-গ্রহস্তথা। হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে তর্কঃ কচিৎ শঙ্কানিবর্ত্তকঃ। দ্বৈবিধ্যন্তু ভবেদ্ব্যাপ্তেরন্বয় ব্যতিরেকতঃ॥ অন্বয়ব্যাপ্তিরুক্তৈব

ব্যতিরেকাদথোচ্যতে। সাধ্যাভাব ব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যস্তবেৎ॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।”

সাধ্য এবং সাধ্যবৎ এই দুই শব্দ এক নহে। যে বস্তু সিদ্ধ করা যায়, তাহাকে সাধ্য বলে; এবং যে বস্তু সিদ্ধ করা যায়, সেই বস্তু যাহাতে আছে, তাহাকে সাধ্যবৎ বলে। দেখা যাইতেছে, যে এই লক্ষণটী ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্’, ইত্যাদি বাক্য দৃষ্টে করা হইয়াছে। এই বাক্যের সাধ্য কি? এবং সাধ্যবৎ বা কোন্‌টী? যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাই যখন সাধ্য, তখন ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্’ এইটী সাধ্য। বহ্নি সাধ্য নহে। যদি ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্’, এইটী সাধ্য হইল, তাহা হইলে, সাধ্যবৎ কি বস্তু হইবে? ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্’ যাহাতে আছে, তাহাই সাধ্যবৎ হইবে। ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্, যাহাতে আছে, এইরূপ বাক্য কি কল্পনা করা যাইতে পারে? ‘অবৃত্তিত্বং’ কাহার, তাহা লেখা নাই। বোধ হইতেছে, ঐ লক্ষণকর্ত্তার অভিপ্রায় সাধকের অবৃত্তিত্বং। ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্’, এই সাধ্য বিষয়ের সাধক কে? অর্থাৎ কাহার দ্বারা উক্ত সাধ্য বিষয় প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই বাক্যে ‘যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্’ এবং ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং’, এই দুইটী সাধক। সুতরাং উক্ত লক্ষণানুসারে, ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্’, যাহাতে আছে, তদ্ভিন্ন ‘যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্’ এবং ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং’ ইহাদিগের অবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি হইতেছে। এই বাক্য কি কেহ গ্রহণ করিতে পারেন?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন, যে “যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য এবং

যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে; যথা, কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়া, বহ্নি ধূমের ব্যাপক।"

এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই, যে যদি ক নামক একটী বস্তু থাকিলে, খ নামক একটী বস্তু থাকে এবং ক নামক বস্তু না থাকিলে, খ নামক বস্তু থাকে না, তাহা হইলে, ক ও খ এই দুই বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে ব্যাপ্তি বলে; ক ব্যাপক এবং খ ব্যাপ্য।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ জ্ঞান কি অবস্থা হইতে উদ্ভাবিত হয়? যদি দেখা যায়, যে ক নামক বস্তু থাকিলে, খ নামক বস্তু থাকে, এবং ক নামক বস্তু না থাকিলে, খ থাকে না, তাহা হইলে, খ এর কারণ ক এবং ক এর কার্য্য খ, এই প্রকার জ্ঞান উদ্ভাবিত হয়। তবে কার্য্যকারণ অর্থাৎ কৃত্য সম্বন্ধ জ্ঞান এবং ব্যাপ্য ব্যাপক, অর্থাৎ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কি, একই অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয়? ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধ জ্ঞান জাতিকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। স্পষ্ট দেখা যাই-তেছে, যে নব্য নৈয়ায়িকদিগের কৃত্য এবং ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রভেদ জ্ঞান নাই। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে উদ্ধৃত উক্ত বাক্যে লেখা আছে, যে সাধ্য দ্বারা হেতুর একাধিকরণকে ব্যাপ্তি বলে। যাহার পক্ষ আছে, তাহার নাম পক্ষী। এস্থলে পক্ষ বিশিষ্ট হওয়া, এই সামান্য ধর্ম্ম অধিকৃত করিয়া, পক্ষীজাতি কল্পনা করা হইয়াছে। এই একাধিকরণের সাধ্য এবং হেতু কি? ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে নব্য নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণের জ্ঞান নাই।

উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে লক্ষণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি শব্দ আছে; যথা, আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, ন্যূন, অধিক ইত্যাদি। লক্ষণ শব্দ লক্ষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। লক্ষ ধাতুর অর্থ, বিশেষ-রূপে দর্শন। অতএব লক্ষণ শব্দের অর্থ যদ্দ্বারা দেখা যায়। বস্তু দর্শনের অর্থ, বস্তুর গুণ দর্শন। বস্তু বা দ্রব্য এবং দ্রব্যের গুণ, এই দুই শব্দ লইয়া অধ্যাত্মবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ বস্তু; এবং দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকে না; অতএব দ্রব্য গুণের আশ্রয়। কেহ বলেন দ্রব্য ও গুণ পৃথক বস্তু নহে। এই আধ্যাত্মিকবাদানুবাদ ন্যায়শাস্ত্রে নিষ্প্রয়োজন। কারণ গুণের জ্ঞানের স্থিরতা নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের অবস্থানুসারে গুণের জ্ঞান হইয়া থাকে। যদি ইন্দ্রিয়ের অবস্থান্তর হইত, তাহা হইলে, গুণের ও অবস্থান্তর বোধ হইত। সুতরাং গুণের স্থিরতা নাই। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে বলিয়া থাকে, যে মনুষ্যের পিত্তাধিক্য হইলে, সকল বস্তুকে পীত বর্ণ দেখা যায়, অর্থাৎ পিত্তজনিত চক্ষুর অবস্থান্তর হইলে, শ্বেতবর্ণ বস্তু পীতবর্ণ বোধ হয়। সর্পাহত হইলে, লবণের স্বাদ মিষ্ট বোধ হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থির হয়, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে, বস্তু ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং এই জন্য বলা হইয়া থাকে, যে জগৎ দর্শন, মায়া দর্শন, কিম্বা জগতের জ্ঞান, মিত জ্ঞান। মিত শব্দ, মা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মা ধাতুর অর্থ, মাপ। অতএব মিত শব্দের অর্থ, আমাদিগের জ্ঞানের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা যে মানদণ্ড দিয়াছেন, সেই মানদণ্ড অনুসারে যে জ্ঞান হয়। এই মানদণ্ড আমাদিগের ইন্দ্রিয়।

এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সহকারে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রমিতি কহে; এবং ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সহকারে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ শব্দের অর্থ, যাহার অপর প্রমাণ নাই। যথা, স্বর্ণ পীতবর্ণ দৃষ্ট হয় সুতরাং আমরা স্বর্ণকে পীতবর্ণ বলিয়া থাকি। ইহা পীতবর্ণ কি না, ইহার অপর কোন প্রমাণ নাই। যদি ইন্দ্রিয়ের অবস্থান্তর হইত, তাহা হইলে, বস্তুর জ্ঞান কি হইত; তাহার জ্ঞানাভাবকে অজ্ঞানতা বলা যাইতে পারে না। কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা যে সকল জ্ঞানার্জ্জনের উপায় দিয়াছেন, সেই সকল উপায় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানানুসারে আমরা কার্য্য করি। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে। সৃষ্টিকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে অন্য কোন প্রণালীতে সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন একটী প্রণালী অনুসারে সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সেই প্রণালীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। যখন কোন বস্তু দর্শন হয়, তখন দ্রব্য কি তাহা দর্শন হয় না। যথা, একটী আম্র দর্শন করিলে ইহার বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি দর্শন হয় এবং এই সকল জ্ঞান সমষ্টি আম্রের জ্ঞান এবং এই সকল জ্ঞান সমষ্টি পৃথক্ করিলে, আম্রের জ্ঞান থাকে না। অতএব আমাদিগের সম্বন্ধে কোন দ্রব্যের গুণ সমষ্টি জ্ঞান, ঐ দ্রব্যের জ্ঞান। গুণ সমষ্টিকে আপ্তি বলে। অতএব কোন বস্তুর নাম ঐ বস্তুর আপ্তির নাম। এই জন্য উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে লেখা আছে, যে 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'; অর্থাৎ যে শব্দকে যে বস্তুর প্রতিপাদক করা হইয়াছে, সেই শব্দটী ঐ বস্তুর আপ্তির উপদেশ; অর্থাৎ আপ্তির জ্ঞান উদ্ভাবিত করিবার জন্য শব্দ।

আমরা কোন বস্তুর সমুদয় গুণ জানিতে পারি না। দর্শন

এবং পরীক্ষা দ্বারা উহার কি কি গুণ আছে, তাহা ক্রমশঃ নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং যখন মনুষ্য কোন বস্তুর নাম দিয়া থাকেন, উক্ত বস্তুর আপ্তি সমষ্টির মধ্যে কোন একটী বা একাধিক আপ্তি অধিকৃত করিয়া, ঐ নামটী দিয়া থাকেন; এবং ঐ নাম বা শব্দ বলিলে ঐ আপ্তি বুঝায়। এই আপ্তি অধিকৃত করিয়া, যে কোন বস্তুর নাম কল্পিত হইয়া থাকে, ঐ আপ্তি কিম্বা অপর যে কোন আপ্তির জ্ঞানের দ্বারা ঐ বস্তুকে জানা যায়, সেই সকল আপ্তিকে ঐ বস্তুর লক্ষণ কহে। অতএব কোন বস্তুর লক্ষণ, উহার আপ্তি প্রকাশক শব্দ হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সামান্যাধিকরণ দ্বারা জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে; এবং বৈজ্ঞানিকেরা সমুদয় জ্ঞেয় বস্তুকে বা প্রমেয় পদার্থকে, পরা, অপরা প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। নানাপ্রকার সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা, ব্যক্তি জ্ঞান হয়। সুতরাং যে লক্ষণের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান হয়, সেই লক্ষণটী ঐ ব্যক্তির সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্মের নাম। যথা, সমচতুষ্কোণ, এই শব্দ দ্বারা চতুষ্কোণ, এই সামান্য ধর্ম্ম এবং চতুষ্কোণের সমতা, এই বিশেষ ধর্ম্ম প্রকাশ হইতেছে। লক্ষণের উদ্দেশ্য এই যে, যে বস্তুর যে কোন লক্ষণ করা যায়, সেই লক্ষণ দ্বারা কেবল ঐ বস্তুটীর সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে; এবং অপর সকল বস্তু হইতে উহার প্রভেদ জ্ঞান হইবে। এই নিমিত্ত দার্শনিকেরা লক্ষণ করিবার জন্য, কতকগুলি বিধি স্থির করিয়াছেন; যথা,

১ম। লক্ষণ, বস্তুর মুখ্য বা প্রসিদ্ধ, সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে।

২য়। কোন বস্তুর নাম উক্ত বস্তুর লক্ষণের অন্তর্গত থাকিবে না; এই নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে আত্মাশ্রয় দোষ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার দোষকে একপ্রকার চক্রক বলা যাইতে পারে।

৩য়। কোন বস্তুর লক্ষণের প্রতিপাদ্যের সংখ্যা, উক্ত বস্তুর প্রতিপাদ্যের সংখ্যার তুল্য হইবে; ন্যূন বা অধিক হইবে না।

৪র্থ। লক্ষণ দুর্ব্বোধ কিম্বা দ্ব্যর্থযুক্ত ভাষায় রচিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন অজ্ঞাত বস্তুর লক্ষণ আরও অজ্ঞাত বস্তু দ্বারা করা যাইতে পারে না। এই প্রকার দোষকে অন্যো-ন্যাশ্রয় দোষ বলে।

৫ম। লক্ষণ, অভাবজ্ঞাপক বাক্য দ্বারা রচিত হওয়া উচিত নহে; ভাবজ্ঞাপক বাক্য দ্বারা রচিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই নিয়মটী সর্ব্বত্র খাটে না।

উক্ত ন্যায়দশন এবং নব্য ন্যায়গ্রন্থের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, যে একটী লক্ষণও উল্লিখিত দোষশূন্য নহে। এতদ্দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, যে এই সকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের লক্ষণের জ্ঞান ছিল না; কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক-দিগের লক্ষণের উত্তম জ্ঞান ছিল; এবং নব্য গ্রন্থকর্ত্তারা লক্ষন এবং তর্কের দোষের জ্ঞানাভাবে, আত্মাশ্রয় প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্যকে, তর্কের দোষ মনে করিয়া, ছল, নিগ্রহস্থান প্রভৃতির অন্তর্গত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থের বিশ্বনাথ কৃত বার্ত্তিকের মঙ্গলাচরণ দেখিলে বোধ হয়, যে অক্ষপাদ, কোন ন্যায়প্রণেতার নাম ছিল। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্গত

একটী দর্শনের নাম, অক্ষপাদ-দর্শন। উক্ত সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থকর্ত্তা এবং উহার বঙ্গভাষায় অনুবাদকর্ত্তা তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন, যে মহর্ষি গোতমের আর একটী নাম অক্ষপাদ ছিল। এই নিমিত্ত গোতম-প্রণীত ন্যায়দর্শনকে অক্ষপাদ-দর্শন কহে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে দেখা যায়, যে অক্ষপাদ শব্দের অর্থ তার্কিক, নৈয়ায়িক। অক্ষপাদ যে গৌতমের নাম, তাহা এই অভিধানে পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-বাদ অভিধানে অক্ষপাদ শব্দ সম্বন্ধে লেখা আছে, "অক্ষ—জ্ঞান, পাদ—গমন; অক্ষপাদ—যাঁহার জ্ঞানেতে গমন", কিম্বা বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীতে, "পাদ—জ্ঞাত; অক্ষপাদ—যিনি অক্ষ দ্বারা জ্ঞাত অর্থাৎ বিখ্যাত, গৌতম মুনি, ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা।"

রেবরেণ্ড কে, এম, বানার্জি, হিন্দুদর্শন সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদনুসারে অক্ষপাদ শব্দের অর্থ, পাদদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় যাহার। কোন বিখ্যাত বর্ত্তমান সংস্কৃত নৈয়ায়িক মহাশয়কে অক্ষপাদ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, যে গোতমের পাদদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় ছিল বলিয়া, তাঁহার একটী নাম অক্ষপাদ হইয়াছে এবং তাঁহার পাদদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় হইবার কারণ এই;—

নারদ গৌতমের শিষ্য ছিলেন। একদিন গুরুশিষ্য তর্ক করিতে করিতে, শিষ্যের দ্বারা গুরু পরাজিত হওয়ায়, ক্রোধবশতঃ গুরু শিষ্যকে বলেন, যে তোমার আর মুখদর্শন করিব না। শিষ্য ভীত এবং দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাকে, গুরুর ক্রোধের বিষয় ব্যক্ত করেন। দেবতাগণ দয়া করিয়া, নারদের সমভিব্যাহারে গৌতমের নিকট উপস্থিত হন; এবং নারদের

প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য, গৌতমকে নানাবিধ স্তবস্তুতি করেন। গৌতম উভয়সঙ্কট দেখিয়া, যোগবলে তাঁহার পদদ্বয়ে দুইটী চক্ষু সৃজন করিয়া, ঐ চক্ষু দ্বারা নারদের মুখাবলোকন করিলেন; এবং তদ্দ্বারা আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষাপূর্ব্বক দেবতাগণ এবং নারদকে সন্তুষ্ট করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে অক্ষপাদ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নানাবিধ মত আছে। সুতরাং এই অর্থের স্থিরতা নাই। দেখা যাইতেছে, যে কোন বিখ্যাত ন্যায়প্রণেতার প্রায় ২০টী নাম ছিল। বোধ হয়, পিতা মাতা সন্তানের একটীর অধিক নাম রাখেন না। সুতরাং অপর নামগুলি অপর লোক রাখিয়া থাকে; এবং ঐ সকল নাম, উক্ত ব্যক্তির গুণ বা কীর্ত্তি-প্রকাশক হইয়া থাকে। জ্ঞানেতে গতি ইহা কীর্ত্তি নহে। মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানেতে গতি আছে। উক্ত বিখ্যাত ন্যায় প্রণেতার সর্ব্বার্থসিদ্ধ, পঞ্চজ্ঞান, মহামুনি প্রভৃতি আখ্যা আছে। উক্ত আখ্যা এই সকল আখ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অতএব প্রকৃতিবাদ অভিধান কর্ত্তার অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।

পদদ্বয়ে চক্ষু যাঁহার, এবং পদদ্বয়ে চক্ষু হইবার কারণ, এই উভয় ব্যাপার অস্বাভাবিক। অতএব অক্ষপাদ শব্দের এই সকল অর্থ অগ্রাহ্য। অক্ষ এবং পাদ এই দুইটী শব্দের পূর্ব্বে যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যাকরণ, অভিধান এবং ধাতুগণ বিরুদ্ধ নহে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে উক্ত অর্থের উপর সমুদয় নিগম শাস্ত্র নির্ভর করিতেছে; এই অর্থের জ্ঞান না থাকিলে, কেহই তার্কিক হইতে পারেন না; এবং এই অক্ষপাদের আবিষ্কার একটি সামান্য কীর্ত্তি নহে। অতএব

আমাদের বোধ হয়, যে পূর্ব্বে অক্ষপাদ শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ। অক্ষপাদ শব্দের এই অর্থ স্বীকার করিলে, ত্রিমূর্ত্তি এবং পঞ্চজ্ঞান এই দুই শব্দের যে অর্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। অক্ষপাদ, ত্রিমূর্ত্তি ও পঞ্চজ্ঞান নিগম শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এবং এই তিনটি শব্দ একজন বিখ্যাত ন্যায়-প্রণেতার আখ্যা হইয়াছে। এইটা বিবেচনা করিলে, বোধ হয়, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমাদিগের মতের বিরুদ্ধে মতান্তর প্রকাশ করিতে সাহস করিবেন না।

আত্মা এবং মন কি এবং আত্মার সুখ, দুঃখ, অপবর্গ প্রভৃতি ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। যোগশাস্ত্রের সহিত ও ন্যায়ের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থে, এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন জ্ঞান হইতে পারে না। উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থ বেদ-বিরুদ্ধ নহে। উহা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। উহাতে ত্রিমূর্ত্তি, অক্ষপাদ, পঞ্চজ্ঞান এবং গোতম এই সকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্রও নাই। যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যায়ের জ্ঞান আছে, তিনি উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন, যে উক্ত গ্রন্থখানি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব স্থির হইতেছে, যে উক্ত গ্রন্থখানি গোতমসূত্র নহে; এবং যে ব্যক্তি অক্ষপাদাদি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার কৃত নহে।

বাৎস্যায়ন এবং বিশ্বনাথ, কোন্ জ্ঞান প্রভাবে, উক্ত ন্যায়-দর্শন গ্রন্থের ভাষ্য এবং বার্ত্তিক করিয়াছেন? ঐ গ্রন্থ হইতে

অর্জিত জ্ঞান, অথবা অন্য উপায় দ্বারা অর্জিত জ্ঞান প্রভাবে তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের ভাষ্য ও বার্ত্তিক করিয়াছেন? কেবল ঐ গ্রন্থ হইতে অর্জিত জ্ঞানপ্রভাবে, উহার ভাষ্যাদি করণ অসম্ভব। সুতরাং ইহা স্থির হইতেছে, যে উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল। সুতরাং ন্যায় সম্বন্ধীয় গ্রন্থও ছিল; ঐ সকল গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে।

বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্র গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদকর্ত্তা স্থির করিয়াছেন, যে খৃষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বাৎস্যায়নের জন্ম হয়। খৃষ্ট জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হন। অতএব বোধ হয়, যে উক্ত ন্যায়-দর্শনখানি, বিক্রমাদিত্যের উৎসাহে কোন বৈয়াকরণিক দ্বারা রচিত হইয়া থাকিবে। উক্ত গ্রন্থে লেখা আছে, আকাশের গুণ শব্দ, এবং শব্দ শ্রোত্র-গ্রাহ্য বিষয়। আমরা মার্গদেশী সঙ্গীত সম্বন্ধীয় ইংরাজী প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি, যে আকাশের গুণ শব্দ নহে। আলোকের ব্যাপার সামঞ্জস্য করণার্থ আকাশ পদার্থের কল্পনা করা হইয়াছে। আকাস, এই শব্দের প্রতিপাদ্যের গুণ, শব্দ। এই আকাস শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষায় নাই। যাঁহাদিগের গ্রীক ভাষার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তাঁহারা অনায়াসে স্থির করিতে পারেন, যে এই আকাস শব্দ গ্রীক ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে; এবং ইংরাজ প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত Accoustics শব্দটি, গ্রীক ভাষার আকাসতত্ত্বস্ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের অবনতির সময়ে, বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পিথা-গোরস ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, তৎকালিক ভারতবর্ষীয়

দর্শনশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জন করিয়া, স্বদেশে প্রচার করেন। খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরসের জন্ম হইয়াছিল। অতএব স্থির করা যাইতে পারে, যে ভারতবর্ষের অবনতির সময়ে উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের মঙ্গলাচরণে, অর্থাৎ

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুঃ আদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবিঃ যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং।

এই শ্লোকে আকাশের গুণ শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, যে উক্ত ন্যায়দর্শন গ্রন্থখানি বিক্রমাদিত্যের সময় রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে সংস্কৃত কলেজে এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়া থাকে। বোধ হয় যে তর্কপঞ্চানন, ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি উপাধিধারী পণ্ডিতগণ, বহুকাল বর্ত্তমান ন্যায়গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, ন্যায়দর্শনের জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? শিক্ষার্থীরা যে বুদ্ধিহীন হইয়াছেন, তাহা নহে। গ্রন্থের দোষবশতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। আমরা অক্ষপাদ, ত্রিমূর্ত্তি, পঞ্চজ্ঞান প্রভৃতি প্রণালী অবলম্বন করিয়া যে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম, ইহা পাঠ করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রের যে জ্ঞান হইতে পারে, বোধহয় তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান, বর্ত্তমান সংস্কৃত নৈয়ায়িক মহাশয়দিগের থাকা দূরে থাকুক, উহার তুল্য জ্ঞান থাকাও সন্দেহ স্থল। অতএব দেখা যাইতেছে, যে বর্ত্তমান ন্যায়গ্রন্থ রচিত হইলে, এতদ্দেশীয় সাধারণের ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান অতি অল্প সময়ে হইতে পারে।

প্রায় এক বৎসর হইল, কল্যাণমঞ্জুষা বা ন্যায়প্রকাশ নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়ায়, সংস্কৃত ন্যায়দর্শনের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই অল্প কালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা সুকঠিন। এই নিমিত্ত এই প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ এবং ভ্রমশূন্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা অক্ষপাদ-দর্শনের উদ্ধারের সোপান প্রদর্শন করিলাম মাত্র। যদি কোন কালে সংস্কৃত কিম্বা বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়দর্শন রচনা করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় ন্যায়দর্শনের জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, অনায়াসে যথাক্রমে শিক্ষাপ্রদানোপযোগী গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু কেবল সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের দ্বারা একার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে।

ইংরাজি নিগম শাস্ত্র কেবল অক্ষপাদের উপর নির্ভর করে। অক্ষপাদের প্রণালী ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি দ্বারা আবিষ্কৃত নহে। ইউরোপীয়দিগের মত এই, যে ত্রিমূর্ত্তি. অক্ষপাদ প্রভৃতি প্রণালী, গ্রীকদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক আরিস্ততেল দ্বারা আবিষ্কৃত। খৃষ্টের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আরিস্ত-তেলের জন্ম হয়। আরিস্ততেলের জন্মের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরসের জন্ম- হয়। ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকজাতি হইতে, কোন প্রকার দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ গ্রীকজাতির প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং একটী তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যে অক্ষপাদাদি নিয়মের আবিষ্কারক গ্রীক, কিম্বা ভারতবর্ষীয়, কিম্বা উভয়েই।

অস্মদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার পি, কে, রায় এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার উপযুক্ত পাত্র। আমরা এই পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি, যে আরিস্ততেলের জন্মের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে অক্ষপাদাদির নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ডাক্তার পি, কে রায় কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন; তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন সভ্য; এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। অতএব তাঁহার দেখা কর্ত্তব্য, যে সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রের কি অবস্থা হইয়াছে; এবং সংস্কৃত কলেজে বর্ত্তমান সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থ সকল অধীত হওয়া কর্ত্তব্য কি না?

পূর্ব্বোক্ত কল্যাণমঞ্জরা বা ন্যায়-প্রকাশ গ্রন্থের প্রক্রমে লেখা আছে—"তাঁহাদিগের এতন্মধ্যে কোন শঙ্কা উৎপন্ন হইলে, লিপি অথবা সংবাদপত্র দ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সময়ক্রমে উত্তর দিতে ক্রটী করিব না।" অতএব উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয় আমাদিগের এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলে, বিশেষ আপ্যায়িত হইব।

---